চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 April, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ৩০ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে হাটবারে সংক্রান্তির বাজারে সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ভারতে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৭৩

লকডাউন ঃ সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে আজ হতে পারে সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লী, ১২ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সেই সাথে মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। ১৪ এপ্রিল শেষ হচ্ছে ঘোষিত লকডাউনের সময়সীমা। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেছেন। আগামীকাল সোমাবার বসছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক। এই বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গোটা দেশের যে পরিস্থিতি তাতে লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধির ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। তবে এই পর্যায়ে যদি লকডাউন হয় তাহলে তা কতদিনের হতে পারে তাও অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া দেশবাসীর জন্যও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে আগামীকালের বৈঠকে। যাতে আর্থিক প্যাকেজের মতো বিষয় থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লকডাউন নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের তরফ থেকে মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলির তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকালে গোটা দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মারণ নেই ব্যাধিতে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২৭৩। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৯০৯ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে দেশজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩৫৬।

এদিন সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ৭১ জন বিদেশি নাগরিক। এর মধ্যে স্বস্তির খবর ৭১৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে। রাজ্যগুলির মধ্যে করোনায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৭। এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৬১।

দিল্লিতে আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। আম আদমি পার্টি শাসিত এই রাজ্যে আক্রান্ত ১০৬৯ ।মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। গোটা দেশে রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতন রাজ্যগুলিতে দ্রুত করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে।

করোনা আক্রান্ত দুজন রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রাজ্যের দুজন রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে গৃহ পর্যবেক্ষণে আছেন ৬০৬ জন। ফেসিলিটি সার্ভিলেন্সে আছেন ১৮৫ জন। এখন পর্যন্ত ৪৮৩ জনের নমুন সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৯৭ জনের। এরমধ্যে দুই জনের পজিটিভ এসেছে। ইতিমধ্যে ৯৮৮৮ জন তাদের ১৪ দিনের পর্যবেক্ষণের মেয়াদ শেষ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী মজত রয়েছে। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসা সামগ্রী মজত রয়েছে। ক'ষি শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিকগণ যেন সামাজিক দূরত্ব রক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক দূরত্বের তোয়াক্কা না করে বসছে সংক্রান্তির হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। লকডাউন যেমন একাংশ মানুষ মানছেন না তেমনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও কার্যত উপেক্ষিতই থাকছে। চৈত্র সংক্রান্ত ও পয়লা বৈশাখের প্রস্তুতিতে কিছু অত্যুৎসাহী মানুষ গা ভাসিয়ে দিয়েছে। করোনা মোকাবিলায় সরকার যতটা কঠোর হচ্ছে ততই কিছু মানুষ কোনভাবেই সামাজিক দূরত্ব মানছেন না। সাপ্তাহিক হাটবার বাজার থেকে সরিয় মাঠে ময়দানে করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতাদের সিংহভাগই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না। এমনই চিত্র দেখা গিয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে রবিবার।

প্রসঙ্গত, সমগ্র বিশ্বজুরে চলছে করুনা ভাইরাসের মহামারি। এই মহামারি থেকে সকলে রক্ষার জন্য কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই মহামারি থেকে সকলকে রক্ষার জন্য সমগ্র দেশ জুড়ে লকডাউন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। আজ ছিল রবিবার। আজ শান্তিরবাজার ও জোলাইবাড়ী ছিলো সাপ্তাহিক হাটবার। এরই মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তির বাজার করতে মাতোয়ারা হয়ে আছে ক্রেতা বিক্রেতারা। বিশেষ করে জোলাইবাড়ী বাজারে সকলে লকডাউনকে উপেক্ষা করে কোনো প্রকার সামাজিক দুরত্ব বজায় না রেখেই কিনা কাটায় মগ্ন হয়ের য়েছেন। সকালবেলা আরক্ষা প্রশাসনের কাউকে মাঠের আশেপাশে দেখা যায়নি। অবশেষে বেলা আটটায় আরক্ষা প্রসাশনের লোকজন বাজারে যান। কিন্তু দেখা যায় লোকজন কাউকে তোয়াক্কা না করেই নিজ খেয়াল খুশিমতো চলছে।

অপরদিকে বাজারে ক্রেতাদের ভির দেখে কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যাবসায়ী নিজ খেয়ালখুশি মতো জিনিষপত্র ও শাক শব্জীর দাম বাড়িয়ে দেন। এতে করে কর্মহীন লোকজনেরা জিনিষপত্র ক্রয় করতে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতে হচ্ছে। অতিরিক্ত মূল্যের পরও চৈত্র সংক্রান্তির পালন করার জন্য সকলে নিজ নিজ সাধ্যমতো জিনিষপত্র ক্রয় করেছেন। এরইমধ্যে সামনে আসছে পয়লা বৈশাখ। এই পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে মাংস ব্যাবসায়ীরা এখন থেকেই মাংস মজুত করা শুরু করে দিয়েছে। জানা যায় বছরের প্রথম দিনে চড়া দামে বিক্রি করা হবে। যদি চড়া দামে বিক্রি করা হয় তাহলে কর্মহীন খেটেখাওয়া লোকজনদের আর পয়লা বৈশাখ পালন করা হবেনা। মাছ, মাংসের মূল্য নির্ধারনে ও পয়লা বৈশাখেরদিন বাজারে ভীড় নিয়ন্ত্রনে মহকুমা প্রসাশনের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে বলে দাবি অভিজ্ঞ মহলের। এখন দেখার বিষয় এই বিষয়ে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

এদিকে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও লকডাউন জারি রয়েছে। কারণ করোনা ভাইরাস থেকে বাচার একমাত্র উপায় হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর সাথে ঝগড়া গায়ে কেরোসিন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। পারিবারিক বিরোধের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক যুবক। ঘটনা উনকোটি জেলার কৈলাসহরের শ্রীরামপুর এলাকায়। বর্তমানে ঐ যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা যায় স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল দীপঙ্কর দাস নামে শ্রীরাম পুরের এক যুবকের। এ নিয়ে সালিশি সভাও হয়েছে। কিন্তু বিবাদ মিটছেনা। তিতিবিরক্ত হয়ে দীপঙ্কর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে দমকলবাহিনীর জওয়ানরা উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। অবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ দূর্ঘটনায় গুরুতর যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ এপ্রিল ।। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক যুবক। আহত যুবকের নাম অমিত দেববর্মা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারইলং এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে।

জানা যায় একটি পণ্যবাহী লরি বাইসাইকেল আরোহী অমিত দেববর্মাকে ধাক্কা দেয়। বাইসাইকেল নিয়ে ছিটকে পড়ে অমিত দেববর্মা গুরুতরভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজনরা লরিটি আটক করে ভাঙচুর চালান। এদিকে খবর পাঠানো হয়। দমকল বাহিনীকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে আহত বাইসাইকেল আরোহী অমিত দেববর্মাকে উদ্ধার করে প্রথমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে ইটভাট্টায় কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের অর্থ ও রেশন সামগ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় দেশে লকডাউন চলছে। তা আরও বাড়বে, সেই সম্ভাবনা প্রবল। তাই, ত্রিপুরায় বিভিন্ন ইটভাট্টায় কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এককালীন ১,০০০ আর্থিক সহায়তা এবং বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ তাঁর ফেসবুকে এই ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরার বিভিন্ন ইটভাট্টায় কর্মরত ২১,৮৯৯ জন পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক এবং রেশন সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করা হবে। তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় সারা দেশব্যাপী লকডাউনের জন্য ত্রিপুরায় ইটভাট্টাগুলিতে কাজ বন্ধ। এগুলিতে অনেক পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন, তাঁদেরও জীবনজীবিকায় প্রভাব পড়েছে। তাই ত্রিপুরা সরকার তাদের সহায়তা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি বলেন, ইটভাট্টাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রত্যেককে ১, ০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা এবং ২০ দিনের রেশন সামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। তাঁর আশ্বাস, এই সংকটের মুহূর্তে সর্বস্তরের মানুষের সেবায় ত্রিপুরা সরকার কোনও ত্রুটি করবে না।

কর্তব্যে অবহেলা, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি উনকোটি জেলা হাসপাতালের সুপারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। অনিয়ম বা অবহেলার সঙ্গে কোনও আপস নয়। জনস্বার্থ সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ। ফের এমনই বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উনকোটি জেলার আরজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ডা. যদুমোহন ত্রিপুরাকে। তাঁকে সরিয়ে ধলাই জেলায় মেডিক্যাল অফিসার পদে অবনমন করা হয়েছে।

কিছু দিন আগে উনকোটি জেলার আরজিএম হাসপাতালের নার্সরা অভিযোগ করছিলেন, তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে মেডিক্যাল সরঞ্জাম পাচ্ছেন না। সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও, তদন্তে সেই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে এবং এ ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্তব্যে গাফিলতির প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নির্দেশে মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যদুমোহন ত্রিপুরাকে।

আরএমএস চৌমুহনীতে দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের আরএমএস চৌমুহনিতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। লকডাউন চলাকালে আরএমএস চৌমুহনির একটি দোকানের পেছনের দিক দিয়ে বেড়া কেটে চোর ঢুকে ২০ হাজারেরও বেশি টাকা, জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে।

দোকানের মালিক শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য পৈয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য রবিবার দোকানে আসেন। সামনে দিকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাজন উৎসবের প্রাককালে রবিবার করোনা আতঙ্কে মাস্ক পড়ে শিবের নাচন। ছবি নিজস্ব।

এডিসি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কাছে ১৮০ কোটি টাকা পৌঁছানো হচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। আমরা সবাই জানি মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে লকডাউন চলছে। তাতে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন জনের পরামর্শ মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্য সরকার বিনামূল্যে রেশন দেওয়া, আর্থিক সাহায্য দেওয়া, খাদ্য সামগ্রী দেওয়া সহ নানা ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত ৯ এপ্রিল এডিসি'র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে একটি চিঠি দিয়েছেন। তাতে এডিসি এলাকায় বিনামূল্যে রেশন দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এডিসি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। এই দুই মাসে এডিসি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কাছে ১৮০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। যেমন, রাজ্যে মোট জব কার্ডধারীর সংখ্যা হলো ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮২৫ জন। এরমধ্যে উপজাতি অংশের মানুষ আছেন ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৫৫ জন। এসপিরেশন্যাল ব্লকগুলিতে জব কার্ডধারী আছেন ৯৩ হাজার ৬৮৩ জন।

বিভিন্ন কারণে তাদের মজুরি বাকি ছিল। তাদের সবার একাউন্টেই সব বকেয়া টাকা ঢুকেছে বা ঢুকছে। মোট ৯৪ কোটি টাকা বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে এডিসি এলাকায় বসবাসকারী জব কার্ড হোল্ডারদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে গেছে ৪০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থ বছরে শুধু মজুরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ কোটি টাকা দিয়েছে। এরমধ্যে এডিসি এলাকায় রেগা শ্রমিকদের জন্য ৪০ কোটি টাকা রয়েছে। ১২টি এসপিরেশন্যাল ব্লকে জব কার্ড রয়েছে ৯৩ হাজার ৬৮৩ জনের। এরমধ্যে একটিভ রয়েছে ৯২ হাজার ৮৯৯টি। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে তাদের প্রত্যেকের জন্য ৫০০ টাকা করে ব্যাঙ্ক একাউন্টে দেওয়া হয়েছে। মোট দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এডিসি এলাকায় পানীয়জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আরডি, ডি ডব্লিউ এস বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এডিসি এলাকায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৬০ জন বিভিন্ন ভাতা পান।

রাজ্য সরকার তাদের এপ্রিল ও মে মাসের জন্য অগ্রিম ভাতা মঞ্জুর করেছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ২৫ কোটি টাকা। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে এডিসি এলাকায় ৪৫ হাজার ৬৩৮ জন ১০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। তারা ইতিমধ্যেই ৫০০ টাকা করে পেয়েছেন। সবমিলিয়ে এজন্য ব্যয় হবে ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। রাজ্যে ৪০ হাজার নির্মাণ শ্রমিককে তিন হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই ২১ হাজার ২২৭ জন তাদের প্রয়োজনীয় নথীপত্র জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে এডিসি এলাকায় ভাতা পাবেন ৫৪৩২ জন। ব্যয় হবে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা এবং প্রায়োরিটি হাউজ হোল্ডারদের এক মাসের চাল বিনামূল্যে দেওয়া হবে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১৮৩ ◘ ১৩ এপ্রিল ২০২০ ইং ◘ ৩০চৈত্র ◘ সোমবার ◘১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাঙাছড়া সেই তিমিরেই

করোনার কারণে অনেক জ্বলন্ত ইস্যুও চাপা পড়িয়া গেল। লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশব্যাপী অচলাবস্থা জারী থাকিবে। হয়ত অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন মোহনপুরের সেই রাঙাছড়ার কথা। ঠিক এক মাস পূর্বে রাজ্যের মানুষ মোহনপুরের রাঙাছড়াতে হায়দ্রাবাদের বীভৎসতার ছায়া দেখিয়াছিল। শিক্ষিতা কলেজ উত্তির্ণা এক তরুণীর অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় শিউরিয়া উঠিয়াছিল রাজ্যের মানুষ। এই ঘটনার একমাস অতিক্রান্ত হইলেও রাজ্যবাসী এখনও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিল না। এই ঘটনার তদন্তের ভার ক্রাইম ব্রাঞ্চের উপর দিয়াছিল রাজ্য সরকার। করোনার ভয়াবহতা ও লক ডাউনের কল্যাণে এই মুহুর্তে মৃত্যু রহস্য নিয়া তেমন মাতামাতি লক্ষ্য করা যাইতেছে না। এই ঘটনাকে কি এইভাবেই মাটি চাপা দেওয়া হইবে? ইহাকে তো খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। একজন কলেজ উত্তীর্ণা যুবতীকে কাহারা নৃশংসভাবে পোড়াইয়া মারিল সেই নায়কদের পুলিশ এখনও কেন পাকড়াও করিতে পারিল না। প্রশ্ন উঠিয়াছে ঘটনার পর পুলিশ যে যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এখনও কি পুলিশ তাহার নিকট হইতে কোনও সূত্র পায় নাই। এই ঘটনার পর মোহনপুরের কিছু সংখ্যক যুবক আতংকিত হইয়া পড়িয়াছিল। করোনার কল্যাণে লকডাউন জারী হওয়ায় এই সব যুবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। যতখানি অনুমান করা যাইতেছে যে, তরুণী মৃত্যু রহস্যের মূল বিষয়টির মুখ ঘুরাইয়া দিয়া অন্য গল্পের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। কারণ এই ঘটনায় বহু প্রভাবশালী জড়িত বলিয়া সন্দেহ ঘণীভূত হইতেছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এইসব খুনের ঘটনার পরিণতি যদি এই হয় তাহা হইলে খুন তো একশ্রেণীর খুনীদের কাছে জলভাত ছাড়া কিছুই নহে। রাঙাছড়ার তরুণীর অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ নিয়া নানা প্রশ্নের উত্তর আজও মিলিল না। রাজ্যে এরকম মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি নিয়া জনমনে জোর প্রশ্ন উঠে সরকারের ভূমিকা নিয়া। বিরোধী দল হইতে যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে বেশ কিছু বিস্ফোরক অভিযোগ আনা হইয়াছিল এই তরুণীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। সেইসব অভিযোগ সরকারী ভাবে খন্ডন করা হয়নি। তরুণী যে আত্মহত্যা করে নাই সে বিষয়েও তো সব মহল জ্ঞাত। সে বিষয়ে প্রশ্ন নাই। এই তরুণী ইস্যুতে রাজ্য জুড়িয়া একটি প্রতিবাদের ঝড় উঠিতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু, করোনার কারণে সব কিছু থমকাইয়া যায়। গত ১২ই মার্চ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আর বাড়ীতে ফিরিতে পারে নাই। এই তরুণী একটি বেসরকারী নার্সারী স্কুলের শিক্ষিকা। তাহার মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন না করিয়া তাহা মাটি চাপা দিলে মূল অপরাধীদের আড়াল করা হইবে। এই কারণেই প্রশ্ন উঠিতেছে, অপরাধীরা কি তাহা হইলে প্রভাবশালীদের কাছের লোক। আজ যদি এই খুনের মূল অপরাধীদের আড়াল করা হয়, ভবিষ্যতে তাহার উপর কোনও রকম প্রভাব পড়িবে না তাহা বলা মুশকিল। রাঙাছড়ার ঘটনা সম্পর্কে সরকারের বা পুলিশের ভূমিকা প্রথম হইতেই প্রশ্নের মুখে। আর এই কারণেই ধারণা করা হইতেছে এই ঘটনার সঙ্গে প্রভাবশালী মহল জড়িত। আজ না হউক কাল এই হত্যা রহস্যের উন্মোচন হইবেই। অতীতেও অনেক অপরাধকেই আড়াল করা হইয়াছিল পরবর্তী সময়ে উচ্চপর্য্যায়ের তদন্তে হত্যাকারীরা ধরা পড়ে। কথায় আছে পাপ বাপকেও ছাড়ে না।

জ্বরে আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু, করোনা অতঙ্কে চাঞ্চল্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে

বাঁকুড়া, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : জ্বর ও শ্বাসকষ্ট জনিত উপসর্গ নিয়ে ভর্তি দুজনের মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এই মৃত্যুতে করোনার যোগ রয়েছে গুজবে জনমানসে আতঙ্ক তৈরী হলেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোনও সত্যতা মেলেনি। এদিকে মৃতদের দেহ সৎকার নিয়ে ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, বিশেষ সূত্রে জানা গেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।তারপরই সম্ভবত মৃতদেহ তুলে দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রবিবার সকালে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফিভার বিভাগে ভর্তি দু জনের মৃত্যু হয়।পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থেকে আজ সকাল ৮টা নাগাদ বছর ১৮ র এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জ্বর, শ্বাসকষ্ট জনিত উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ওই যুবক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়।

অপর ঘটনায় গত কাল বিকালে বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রাম থেকে পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তি ভর্তি হন হাসপাতালে।তারও জ্বর, সর্দি কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট জনিত উপসর্গ ছিল।সকালে ওই দুটি মৃত্যুর খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়।একই সাথে করোনার কারনে মৃত্যু বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন কিছু মানুষ, ক্রমে যা করোনায় মৃত্যু বলে গুজবে পরিনত হয়।

এ প্রসঙ্গে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা পার্থ প্রতিম প্রধান বলেন, জ্বরে মৃত্যু হলেই তাকে করোনা আক্রান্ত বলে অভিহিত করা যায় না।দুজনেরই লালা রস পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, এবং হচ্ছে, রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না।মৃতদেহ সৎকারের জন্য মৃতদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এই ঘটনায় হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্মরত চিকিৎসক ও নার্স, কর্মীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সমস্ত রকম প্রক্রিয়া প্রস্তুত, নির্দেশ মত কাজ হবে।

লকডাউনের মধ্যে বনবিভাগের কাছে পাওনা টাকা না পেয়ে বিপাকে ঝাড়গ্রামের একাংশ

ঝাড়্গ্রাম, ১২ এপ্রিল (হি. স.): ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের অন্তর্গত বাদরভোলা বিটের নেদাবহড়া অঞ্চলের বৃন্দাবনপুর গ্রামের বনসুরক্ষা কমিটির প্রায় একশ দশ জন সদস্য গাছ কাটার টাকা না পেয়ে রীতিমত দূর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন। বৃন্দাবনপুর খাস জঙ্গল সিধাডাঙা বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যদের অভিযোগ তারা গ্রামে বনদফতরের দশ হেক্টর জমিতে গাছ কেটে ছিলেন গত তিন মাসে।কিন্তু সেই গাছ কাটার টাকা দেওয়া হয়নি।তাদের আরো অভিযোগ গাছ বিক্রির লভ্যাংশের টাকাও তারা পান নি। বর্তমানে লক ডাউনে তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে।

আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা বেশির ভাগই দিন আনি দিন খাই শ্রনীর মানুষ।অনেকেই অন্যদের জমিতে কাজ করেন বা দিন মজুরি করে তাদের চলে।এখন তাদের কাছ নেই।ফলে হাতে পয়সা নেই।রেশনের চাল,আটার উপর নির্ভর করে আছেন। বৃন্দাবনপুর খাস জঙ্গল সিধাডাঙা বনসুরক্ষা কিমিটির সভাপতি মদন টুডু বলেন "আমাদের গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত।কাজ নেই,হাতে টাকা নেই।কি ভাবে চলবে।শুধু চাল আর আটা। তেল,সবান সহ সংসারের অত্যবশ্যকীয় সামগ্রী কেনার টাকা নেই। আমরা গাছ কাটার টাকা এবং বিক্রির লভ্যাংশ পাইনি। বনদফতর আমাদের টাকা দিলে খুবই ভাল হত।"

বনসুরক্ষা কমিটির সদস্য তোতা মুর্মু,দিখিন মুর্মুরা বলেন " গত তিন মাসে দশ হেক্টর জমির উপর গাছ কেটেছিলাম। সেই টাকা পাইনি। আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা। দিন চলছে না। এই টাকা হাতে পেলে আমাদের অনেক সুবিধা হত। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা কিনতে পারছি না।।"

যদিও এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের ডিএফও বাসবরাজ হলেইচ্ছি বলেন " লক ডাইন উঠে গেলে বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা তাদের প্রাপ্য অবশ্যই পাবেন। একটু অপেক্ষা তাদের করতেই।"

করোনাকে হারাতে সেনাও প্রস্তুত

আর কে সিনহা

দেশের সীমান্ত রক্ষা করাই হোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটুক। ভারতীয় সেনাবাহিনী কখনই তার দায়িত্ব থেকে পিছপা হয়নি। এই দেশ বারবার তা দেখে এসেছে। যদিও এবার করোনার ভাইরাসের সংকট খুব বড় এবং বেশ বিপজ্জনক। তবুও সেনাবাহিনী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছে যে সরকারের নির্দেশ পেলেই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত থাকবে তারা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী যে কোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। এছাড়াও সেনাবাহিনী চিকিৎসা ক্ষেত্রেও সহায়তা করতে প্রস্তুত। সেনাবাহিনীর মেডিকেল কর্পসও একটি অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকে। করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নিশ্চিত ভেবেই সেনাবাহিনীর সাড়ে আট হাজারেরও বেশি সেনা চিকিৎসক, কয়েক হাজার নার্স এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়াও সেনাবাহিনীর কয়েক হাজার অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকদেরও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জরুরি পরিস্থিতিতে দিনরাত এক করে কঠোরভাবে এরা কাজ করে যেতে পারেন। এরা করোনার ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

করোনার মতো মহামারী পরিস্থিতিতে জরুরি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সেনাবাহিনীর সমস্ত কর্মী এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এর অভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। আরও একটি বিষয় হল দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে করোনার ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা করা সম্ভব। এটা পরিষ্কার যে দেশে করোনার ভাইরাসের ভয়াবহ সংকটের সময় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী, পুলিশ, সরকারি আধিকারিক রা সেনাবাহিনীর সহযোগিতা পেতে পারেন। মনে রাখবেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের মনোবল ধ্বংস করার জন্য কিছু করা উচিত নয়। এ জাতীয় যে কোনও পদক্ষেপ আত্মঘাতী হতে পারে। তবে সেনাবাহিনীকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের পক্ষ থেকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বলা হয়নি। কিন্তু সেনাবাহিনী নিজের মতো করে প্রস্তুত এবং সক্রিয় রয়েছে।সেনাবাহিনী করোনার মোকাবিলায় করার জন্য সমস্ত ক্যান্টনমেন্ট এবং সেনা হাসপাতালে কোয়ারানটাইন সুবিধা প্রস্তুত করেছে। ইতিমধ্যে সেনা হাসপাতালগুলিতে প্রায় ৯ হাজার শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনী এই সংখ্যাটা দুই-তিন গুণ বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম। এর বাইরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর কোয়ারানটাইন সুবিধা চালু রয়েছে। ডিফেন্স পাবলিক সেক্টর ইউনিট প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন করছে এবং এর জন্য অস্ত্র তৈরি কারখানাগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, বায়ু সেনা ইতিমধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডে চিকিৎসা পরিষেবা সরবরাহ করছে।সেনাবাহিনী প্রধান এমএম নারাওয়ানে বলেছেন যে সেনাবাহিনীর একটি "৬ ঘন্টা" পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। যার জেরে দ্রুত আইসোলেশন সেন্টার এবং আইসিইউ প্রস্তুত করা যেতে পারে। করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনকে সাহায্য করতে এনসিসির ২৫ হাজার ক্যাডেট প্রস্তুত করেছে। বায়ুসেনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, হ্যান্ড স্যানিটাইজ্যা, দস্তানা, থার্মাল স্ক্যানারগুলির মতো চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করে চলেছে। করোনার বিরুদ্ধে এই মহাযুদ্ধে নামতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনাবাহিনী। চিকিৎসা সরঞ্জাম ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ভারতীয় বায়ুসেনাও। এমনকি ভারতীয় নৌ-বাহিনীও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। নির্দেশ পেলেই করোনা মোকাবিলায় যুদ্ধজাহাজগুলিকে কাজে লাগানো হবে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার সংকটের এই সময় সরকারি নির্দেশ মেনেই সকলের কাজ করে যাওয়া উচিত। আমলা ও পুলিশরা যা বলছে তা মেনে চলা উচিত। কোনমতেই অযথা কেনাকাটা ও মজুদ করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। কোন পণ্যেরই অভাব নেই। যাবতীয় পণ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। আমাদের মনে রাখা দরকার সমস্ত বিপর্যয়ের সময় সেনাবাহিনী উদ্ধার কাজগুলিতে খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে করে গিয়েছে।কয়েক আগের আগে, উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের পরে সেনাবাহিনী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালিয়েছে। এরপরে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সংস্থাগুলি দুর্গম এলাকায় আটকা পড়া কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিল। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে বন্যার সময়, ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে ভারতীয় বায়ুসেনা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল। এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকির মধ্যেও এই সাহসী লোকেরা নিজেদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গিয়েছিল। ভারী বৃষ্টিপাত সত্বেও সেনাবাহিনী অস্থায়ী ফুটব্রিজ, বিকল্প পথ, বাঁধ তৈরি করে দুর্গম গ্রাম গুলির সাথে যোগাযোগ পুনরায় স্থাপন করেছিল। নেপালের ভূমিকম্প এবং কাশ্মীর উপত্যকা য় বন্যার সময় একই দক্ষতা দেখিয়েছিল সেনা জওয়ানরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর যাতে পুরোপুরি প্রস্তুত রেখেছে। করোনা সম্পর্কে ভারতীয় সেনা কর্মীদের বিস্তারিত জানানো হয়েছে। অতএব করোনার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এর আগে গুজরাটের ভূমিকম্প ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড , কেরলে বন্যার পর ত্রাণকার্য চালিয়েছিল সেনা।

কাশ্মীরে পাথর বৃষ্টির মুখোমুখি হয়েও সেনাবাহিনী তার ধর্মের অবিচল ছিল। কানহাইয়া কুমার এবং শেহলা রশিদকে ধিক্কার জানাই। কারণ এরা সেনা জওয়ানদের বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা রটিয়ে গিয়েছে। শেহলা রশিদের অভিযোগ যদি সামান্যতম সত্যও করে দিত তবে আজ দেশ তার পাশে দাঁড়াতে পারত। নিজেকোদের শিরোনামে রাখার জন্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অযথা অভিযোগ করে গিয়েছে শেহলা। গত ১৮ আগস্ট একাধিক টুইট করেছিলেন, সেনাবাহিনীকে কাশ্মীরিদের সাথে নৃশংস আচরণ করছে বলে অভিযোগ এনেছিল।. এই অভিযোগগুলিকে সেনাবাহিনী মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে। এর পরে, দিল্লী পুলিশের বিশেষ সেল শেহলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করেছে. আজ যখন দেশ ও পৃথিবীতে সংকট দেখা দিচ্ছে তখন কানহাইয়া কুমার, হর্ষ মন্দার এবং শেহলা রশিদের মতো লোক নিখোঁজ রয়েছে।. তারা নাগরিক প্রশাসনের সহায়তায় মাটিতে নামবে না কেন? দেশের প্রতিটি বিষয় নিয়ে সরকারকে অভিযুক্ত করা এই কথিত প্রগতিশীলদের কাছ থেকে এতোটুকু আশা করা উচিত নয় কি?বর্তমানে কোটি কোটি ভারতীয় এবং সামরিক বাহিনী এখনই দেশে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। করোনা ভাইরাস এর বিরুদ্ধে জয় শীঘ্রই আসতে চলেছে। এ বিষয়ে দেশবাসী আশ্বস্ত হতে পারে।. (লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক ও কলম্নিস্ট)

এক ফুলে সব দেবতার পুজো হয় না

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজেপির কাছে ২০১৯ মোটেই ভালভাবে শেষ হল না। তাদের আপাত মেঘমুক্ত আকাশ একরাশ মনখারাপ ও হতাশায় ঢেকে দিয়ে বিরোধী আকাশে নতুন সূর্যোদয় ঘটাল ঝাড়খণ্ড। অথচ চেষ্টার কিন্তু কোনও ত্রুটি রাখেনি অমিত ক্ষমতাধর শাসককুল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং দল সভাপতি অমিত শাহ সব কিছু ঢেলে দিয়ে ক্ষমতায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। পারলেন না নিজেদের ব্যর্থতায়।

বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে এই জুটি যদি তাঁদের অগ্রজ পূর্বসূরির দিকে একবার তাকান। পার্থক্যটা তাহলে জলবৎ তরলং হয়ে যায়। অটলবিহারী বাজপেয়ীর রাজনীতি ও শিক্ষা তাঁদের আগামী নিদগুলোর পাথের হয়ে উঠতে পারে।

এটা ঠিক, বাজপেয়ীর সময়ের বিজেপির চেয়ে মোদি-শাহ আমলের বিজেপির পার্থক্য বিস্তর। ধারে, ভারে, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে এবং বিস্তারে দুই আমলের সালের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না। কিন্তু এটাও ঠিক, বাজপেয়ীর আমলে জোট শরিকরা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার ছিটেফোঁটাও এই আমলে দৃশ্যমান নয়। বাজপেয়ী তাঁর শরিকদের 'স্পেস' দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণেণ আগে আলোচনা করতেন। একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটিও গড়ে দিয়েছিলেন। সমন্বয়ের জন্য সেই কমিটির বৈঠকও হত। নতুন জুটির আমলে সেসব কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শরিকদের জায়গা দখলের নিরন্তর এক প্রচেষ্টায় নতুন বিজেপি সদাব্যস্ত। বিশেষ করে ২৮২ থেকে ৩০৩ এ উত্তরণের পর।

এই পার্থক্যের ফল কী হতে পারে, মহারাষ্ট্র তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কিন্তু বিজেপি তা থেকে কোনও শিক্ষা নিল না। শিবসেনা যখন মুখ্যমন্ত্রিত্ব বাগাভাগির প্রশ্নে অনড়, বিজেপিও তখন অনড় থেকে মহারাষ্ট্রকে হেলায় হারাল। ঝাড়খণ্ডের হল সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি। শরিক 'আজুস' (এল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) এর আরও কিছু বাড়তি আসনের দাবি মেনে নিলে মোদি শাহ জুটিকে বছর শেষে এভাবে মুখ কালো করে থাকতে হত না। ঔদ্ধতা মানুষ পছন্দ করে না। একন অন্তত এই বোধোদয় বিজেপির হওয়া দরকার। নাগিরকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং 'নাগরিক পঞ্জি তৈরি' (এনআরসি) দু'টিই একে অন্যের পুরিপূরক। এই জোড়া সিদ্ধান্ত তাদের রাজনৈতিক অভীপ্সা কতটা পূর্ণ করবে, পরের কথা। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, সিএএ ও এনআরসি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে একাসনে বসাতে অনুঘকের কাজ করেছে। বিপদটা বিজেপি বুঝেছে যখন, ততক্ষণে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। এনআরসি-র সিদ্ধান্ত জবরদস্তি অস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী যে শুধুমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও তাঁর 'ম্যান ফ্রাইডে' অমিত শাহর অমর্যাদা করলেন তা নয়, নিজেকে অসত্যবাদী প্রমাণ করলেন। রামলীলা ময়দানে যেভাবে ও যে ঢংয়ে তিনি এনআরসিকে নস্যাৎ করলেন, তা বিস্ময়কর তো অবশ্যই ডাহা মিথ্যাচারেরও অকাট্য প্রমাণ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, দেরিতে হলেও বিপদটা কোথায় প্রধানমন্ত্রী তা বিলক্ষণ বুঝেছেন। ড্যামেজ কন্ট্রোলে তাই তিনি এত মরিয়া। ছ'সাত সপ্তাহের মধ্যে মোদি-শাহ জুটিকে আরও এক বড় পরীক্ষায় নামতে হবে। ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি বিধানসভার ভোট। শাসক দল আম আদমি পার্টি ও তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জার বিজেপি---কেউই এই ভোটে হারতে রাজি নয়। মোদি শাহ জুটিকে মুখ কেন কালো করে বসে থাকতে হত না,ঝাড়খণ্ডের ভোট বিশ্লেষড়ই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। পাঁচ বছর আগে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি পেয়েছিল ৩১.২৬ শতাংশ ভোট। তাদের ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল আজ ৩.৬৮ শতাংশ ভোট। দুই দলের মিলিত প্রাপ্তি ছিল ৩৪.৯৮ শতাংশ। এবার জোট ভেঙে একা লড়েও বিজেপি কিন্তু তার প্রাপ্ত ভোটের হার বাড়িয়েছে। ৩৩.৩৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছে ২৫ আসন। আজসু নেতা সুদেশ মাহাতোকে 'ওয়াক থুঃ' করে দূরে ঠেলে না দিলে তাদের প্রাপ্ত ৮.১ শতাংশ ভোট বিজেপিকে সমৃদ্ধ করতই। কারণ, তাদের মোট ৪১.৪৭ শতাংশের তুলনায় কংগ্রেসে-জেএমএম-আরজেডি-র মিলিত প্রাপ্তি হত মাত্রই ৩৫.৩৫ শতাংশ। জোট ভাঙার এই হঠকারিতা আদিবাসী এলাকায় বিরোধী জোটকে তরিয়েই শুধু দেয়নি, 'একক গরিষ্ঠ দল'-এর তকমাটাও বিজেপির কাছ থেকে জেএমএম কেড়ে নিল। বিজেপির দ্বিতীয় বড় ভুল দ্রুত জনপ্রিয়তা হারানো মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের উপর বাজি ধরা। আদিবাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যে রঘুবরই প্রথম অ-উপজাতি মুখ্যমন্ত্রী। এই অনগ্রসর নেতাকে দ্বিতীয়বারের মতো তুলে ধরেও তারা সফল হত, যদি আগের জোট অটুট থাকত এবং রঘুবর যদি নিজেকে আদিবাসী মহলে অ-জনপ্রিয় করে না তুলতেন। বিজেপি এটা যখন বুঝল, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই 'ঘর ঘর রঘুবর' শ্লোগান বদলে তারা মোদি মাহাত্ম্যকে আঁকড়ে 'বিজেপি দুবারা' আওয়াজ তোলে। নিজেদের টেনে আনে জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তান, নাগরিকত্ব আইন, এনআরসি, অযোধ্যা ও হিন্দুত্বের চেনা উঠোনে। এটাও হয়ে যায় এক মারাত্মক 'মিসক্যালকুলেশন'

এই 'ন্যারেটিভ' -এ পা দেওয়া যে হারাকিরির শামিল, মহারাষ্ট্র নির্বাচন পরিচালনার সময় পইপই করে শরদ পাওয়ার তা জোট শরিকদের বুঝিয়ে ছিলেন। বিরোধীরা তাই আঁকড়ে ধরেছিল 'রোটি-কাপড়া-মকান'-এর পাশাপাশি 'পানি-সড়ক-বিজেপি' ও 'হর হাতমে কাম, ঘর ঘরমে খুশিয়াল' -এর শ্লোগান। পাওয়ারের ছকে দেওয়া সেই রাস্তাতেই হেঁটেছে ঝাড়খণ্ডের বিরোধী জোট। মণিপুর, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অসমের মতো দেশের দরিদ্র রাজ্যগুলির অন্যতম ঝাড়খণ্ডে (৪০ শতাংশের বাস দারিদ্রসীমার নিচে ৪৩ শতাংশ) বেহাল কৃষি ও অর্থনীতির ছোবল মারাত্মক আকার নিয়েছে। একদিকে সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (দরিদ্র রাজ্যে যা আরও মারাত্মক আকার নেয়), অন্যদিকে আদিবাসীদের অধিকার হরণ বিজেপির জাতীয়তাবাদী প্রচারকে আদৌ হুল ফোটাতে দেয়নি। রাজ্যের মোট লগ্নির ৪৪ শতাংশ অকার্যকর হয়ে পনে থাকা দিন-আনি দিন- খাই শ্রমিক-হৃদয় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

জাতীয়তাবাদের জড়িবুটি সেই ক্ষক ও ক্ষোভের প্রলেপ হতে পারে না।

বছরের মাঝামাঝি লোকসভা ভোটে হইহই করে জিতেও মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং ঝাড়খণ্ডে বিজেপিকে কেন এভাবে হোঁচট খেতে হল? একটা কারণ জাতীয়তাবাদের পুরনো 'ন্যারেটিভ' আঁকড়ে থেকে রাজ্যভিত্তিক চাহিদা অস্বীকার করা। দ্বিতীয় বড় কারণ, অর্থনীতির দক্ষিণমুখী প্রবাহে রাশ টানতে নিদারুণ ব্যর্থতা এবং জনজীবনের সার্বিক অবনতি অস্বীকার করা। তৃতীয় কারণ আদর্শগত মৌলিক বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তিতে ধর্মীয় মেরুকরণে সহায়ক আইন তৈরির সিদ্ধান্ত। ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি বিধানসভার ভোট। শাসক দল আম আদমি পার্টি ও তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জার বিজেপি---কেউই এই ভোটে হারতে রাজি নয়। গত এক বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রাজধানীর গরিব, মধ্যবিত্ত ও নারীশক্তির্কে 'মাছের চোখ' করেছেন।

আস্থা অর্জনে নিখরচায় পানীয় জল ও বিদ্যুতের পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা ক্লিনিক খুলে স্বাস্থ্য পরিষেবা সুলভ করেছেন ৭০টিরও বেসি সরকারি পরিষেবা বাড়ি বসে পাইয়ে দিয়ে রাজধানীতে দালালি প্রথার বিলোপ ঘটিয়েছেন। সরকারি বাসে মহিলাদের বিনা টিকিটে আসা-যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া পাশাপাশি প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছেন সরকারি বিদ্যালয়গুলির। দিল্লির শাসক দলের এই বিপুল জনপ্রিয়তার মোকাবিলা দেশের শাসক দল কীভাবে করবে, সেটাই বড় দ্রষ্টব্য, আর এই ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে কংগ্রেসের ভূমিকা।

দিল্লির কংগ্রেস অবশ্যই তৃতীয় শক্তি। শীলা দীক্ষিতের মৃত্যুর পর সেই শক্তির ক্ষয়ও হয়েছে বেশ কিছুটা। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ডের ফল কংগ্রেসেকে উজ্জীবিতও করে তুলেছে। সেই উদ্দীপনায় ভর দিয়ে দিল্লি দখলে কংগ্রেসের কি কোমর কষে নামা উচিত? প্রশ্নটার মীমাংসা তাদের দ্রুত করতে হবে। যে দল বিজেপিকে ঠেকানো জরুরি মনে করে, বিজেপিকে দেশের সংহতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ভাবে, তাদের কি উচিত হবে এমন কিছু করা, যাতে রাজধানীর প্রধান বিজেপি-বিরোধী শক্তি দুর্বল হয়? পক্ষান্তরে লাভবান হয় বিজেপি? সিদ্ধান্তটি কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনও সখনও দেশের স্বার্থে অপ্রিয় সিদ্ধান্তগ্রহণ জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। কৌশল তারই নাম।

রাজ্যস্তরে বিজেপি অবশ্যই কিছুটা দুর্বল হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে, এমন ভাবনা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এনআরসি নিয়ে বিরোধী অসন্তোষ বাড়লেও বিজেপির বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে জোটবদ্ধতার কো

রবিবার লকডাউনের দিনে বৃষ্টি ভেজা দুপুর। ছবি- নিজস্ব।

করোনা : চিনকে ছাপিয়ে ইরানে মৃত্যু ৪৪৭৪ জন

তেহরান, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যুসংখ্যার নিরিখে এ বার চিনকে ছাপিয়ে গেল ইরানও। রবিবার সেখানে ১৬৬ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাতে সে দেশে মোট মৃত্যুসংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ৪ হাজার ৪৭৪-এ। এখনও পর্যন্ত সেখানে ৭১ হাজার ৬৮৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

দুস্থদের খাদ্য বিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি স):লকডাউনের জেড়ে গৃহবন্দি শহরবাসী। কিন্তু এই লকডাউনে যেন মানবিকতার নজির গড়েছেন কলকাতা পুলিশ। কখনও গান গেয়ে আবার কখনও খাদ্যবিলি করে সাহায্য করছে শহরবাসীকে। রবিবার তালতলা থানা এলাকায় দুস্থদের খাদ্যবিল করল কলকাতা পুলিশের তরফে।

করোনা আতঙ্কে জেরবার তিলোত্তমাবাসি।সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন আর তাই কলকাতাতেও চলছে লকডাউন কিন্তু এলাওনে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দিন আনে দিন খায় মানুষগুলোকে তাই এবার মানবিক রূপ নিয়ে দুঃস্থ মানুষদের হাতে খাবার তুলে দিলো কলকাতা পুলিশ। কখন ও গানে ঘরে থাকার আবেদন জানাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। আবার কখনো মাইকে প্রচার করে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ।আবার কখনো ঘরে থাকার জন্য শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছে ইনডোর গেমস। আর এবার দুস্থদের খাদ্যবিলি করে ফের নজির গড়লো কলকাতা পুলিশ।

দ্রুত সেরে উঠছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন

লন্ডন, ১২ এপ্রিল (হি. স.): করোনা থেকে সেরে উঠছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। অল্প হাঁটছেনও তিনি। লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জনসন। চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা তাঁর দিকে নজর রাখছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার দারুণ উন্নতি হচ্ছে।

আইসিইউ থেকে আগেই পাঠানো হয়েছে রিকভারি ইউনিটে। এবার ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, করোনা থেকে সেরে উঠছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। অল্প হাঁটছেনও তিনি। লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে জনসন চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা তাঁর দিকে নজর রাখছেন। তাঁর স্বাস্থ্যের খবর দেওয়া মেডিক্যাল বুলেটিন বলেছে, প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার দারুণ উন্নতি হচ্ছে। গতকাল থেকেই অল্প করে হাঁটছেন, বাকি সময়টা কাটছে বিশ্রামে। তবে তাঁর সঙ্গে বাইরের কেউ দেখা করতে পারছেন কিনা জানায়নি ডাউনিং স্ট্রিট।

দু'সপ্তাহের বেশি আগে জনসন জানান, তাঁর করোনা হয়েছে। তখন থেকে ডাউনিং স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে সেলফ আইসোলেশনে চলে যান তিনি। গত সপ্তাহের শেষে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। তাঁর জায়গায় দায়িত্বভার বুঝে নেন বিদেশ সচিব ডমিনিক রাব। তিন রাত আইসিইউ-তে থাকার পর তাঁকে সরানো হয় রিকভারি ইউনিটে।

আরজিকর হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হল কোয়ারান্টিনে

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.): তিনদিন আগে আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি দুজন রোগীর দেহে গতকাল করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। তার জেরে বন্ধ করা হয়েছিল হাসপাতালে পুরুষ মেডিসিন বিভাগ।এরমধ্যেই ওই হাসপাতালের ২২ জন স্বাস্থ্যকর্মীদের পাঠানো হল কোয়ারান্টিনে। নজরদারি চালানো হবে ওই ২২জন স্বাস্থ্যকর্মীর স্বাস্থ্যের উপর।একই সঙ্গে এই স্বাস্থ্যকর্মীদের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার তিনজন রোগীকে ভর্তি করানো হয়েছিল আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর পর তাদের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আশায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল হাসপাতাল চত্বরে। এই রোগীদের মধ্যে একজন ভর্তি ছিলেন পুরুষ মেডিসিন বিভাগে। ঘটনার পরে মেডিসিন বিভাগ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জীবাণু মুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। ইতিমধ্যেই যেই ওয়ার্ডে ওই রোগীরা ভর্তি ছিলেন সেখানের বাকি রোগীদের অন্যত্র সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।

হাসপাতালের এক উর্ধতন কর্তা জানান, 'দুই রোগীর চিকিতার সঙ্গে জড়িত থাকা বাইশ জন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। তাদের লালা রসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।' দু'জন করোনা আক্রান্ত যে ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন, সেই ওয়ার্ডের ১২ জন রোগীকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

গুয়াহাটির আটগাঁও মসজিদে অবস্থানকারী দরঙের মোট দশের দশ শনাক্ত

মঙ্গলদৈ (অসম), ১২ এপ্রিল (হি.স.) : গুয়াহাটির আটগাঁও কবরস্থান মসজিদে ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ১০০ জনের মধ্যে দরং জেলার মোট ১০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের সকলকে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শনাক্তকৃতদের মধ্যে তিনজন সিপাঝাড়, মঙ্গলদৈয়ের তিন এবং খারুপেটিয়ার চারজন। জেলা প্রশাসন তাদের সিপাঝাড় প্রাথমিক স্বাস্যকেন্দ্র, জনারাম চৌকা আদর্শ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং খারুপেটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আইসোলেশন ওয়ার্ডে নিয়ে ভরতি করেছে। এ ঘটনা চাউর হলে গোটা দরং জেলায় করোনা ভাইরাসজনিত আতঙ্ক ছড়িয়েছে।প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অসমের প্রথম প্রয়াত হাইলাকান্দির ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ এবং অন্য দুই আক্রান্ত করিমগঞ্জের মুফতি জামাল উদ্দিন ও ধুবড়ির রহিম উদ্দিনরা ১২ মার্চ নৈশ যাপন করেছিলেন আটগাঁও কবরস্থান মসজিদে। এমন-কি ১২ মার্চে এই তিন করোনা আক্রান্ত সহ ১০০ জন এই মসজিদে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। যার জন্য আটগাঁও কবরস্থান মসজিদকে অসমে করোনা ভাইরাসের 'হটবেড' হিসেবে চিহ্নিত করে গত ১০ এপ্রিল রাতে সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০, ৬০৮

ওয়াশিংটন, ১২ এপ্রিল (হি.স.): গোটা আমেরিকা জুড়ে কার্যত তাণ্ডব শুরু করেছে করোনা। শনিবারই আমেরিকায় মৃত্যুসংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ দিন সেখানে আরও ৪৭৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাতে বিকাল ৪টে পর্যন্ত আমেরিকায় মৃত্যুসংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ২০ হাজার ৬০৮-এ। আক্রান্তের সংখ্যা গিয়েছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৬জনে।

এদিকে, রবিবারই আমেরিকায় পৌঁছে গেল ভারতের পাঠান হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বোঝাই বিমান। এ দিন নিউ জার্সির নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে অবতরণ করে ওষুধ বোঝাই বিমান। ভারত থেকে ৩৫ লক্ষ ৮২ হাজার হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট চেয়েছিল আমেরিকা। সেইসঙ্গে সে দেশে ওই ট্যাবলেট তৈরির জন্য ৯ মেট্রিক টন উপাদানও চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এ দিন তরণজিৎ টুইট করে জানান, "করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের শরিকদের পাশে দাঁড়াতে আজ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের বরাত নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে পৌঁছল।"

করোনা প্রথমবার লাইভস্ট্রিমিংয়ে ইস্টারে আচার পালন করলেন পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিক্যান, ১২ এপ্রিল (হি. স.): করোনা লকডাউনের জেরে ভ্যাটিকান সিটিতে শতাব্দী-প্রাচীন প্রথা ছেড়ে প্রথমবার লাইভস্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বের ১৩০ কোটি ক্যাথলিকদের ইস্টার মাসের আচার পালন করলেন পোপ ফ্রান্সিস।

ভয় ও আতঙ্কের গ্রাসে গোটা বিশ্ব। এখনও পর্যন্ত মহামারীতে বিশ্বে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউন চলছে। এমতাবস্থায় সন্ত পিটার্স স্কোয়ারে, ভ্যাটিক্যানের নিজস্ব গ্রন্থাগার থেকে একা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন পোপ। ৮৩ বছরের পোপ বললেন, মনে হচ্ছে তাঁকে খাঁচাবন্দি করে রাখা হয়েছে।

করোনার জেরে ইস্টার সানডেতেও ফাঁকা রইল দিল্লির একাধিক গির্জা

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.): বিশ্বজুড়ে করোনা আতঙ্কে বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে লকডা উনের পথ অবলম্বন করেছে ভারত। তাই রবিবার ইস্টার সানডে উপলক্ষে ফাঁকাই রইল রাজধানী দিল্লির একাধিক গির্জা। রবিবার দিল্লির সেক্রেট হার্ট ক্যাথিড্রাল গির্জা বন্ধই ছিল। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষরা নিজের বাড়ির মধ্যেই প্রভু যীশুর আরাধনা করেন। একই চিত্র দেখা গিয়েছে মুম্বইতে। সেখানে বাসিলিকা অফ আওয়ার লেডি অফ দ্য মাউন্ট এবং মহিমে সেন্ট জোসেফ ক্যাথিড্রাল বন্ধ ছিল। উত্তরপ্রদেশের সেন্ট জোসেফ ক্যাথিড্রাল বন্ধ ছিল।

করোনা মোকাবিলায় চন্দননগর পৌরনিগম ও পুলিশ কমিশনারেটের জরুরী বৈঠক

হুগলি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : দিন যতো এগোচ্ছে ততই থাবা বসাচ্ছে করোনা,আর করোনাকে বাগে আনতে চন্দননগর পৌরনিগম ও পুলিশ কমিশনারেট এর মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে করোনা নিয়ে বৈঠক হলো রবিবার।

বৈঠকে হাজির ছিলেন চন্দননগর কর্পোরেশনের বেশকিছু প্রশাসনিক কর্তারা, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের প্রধান হুমায়ুন কবির, এবং বেশ কিছু জনপ্রতিনিধিরা। বৈঠকে এদিক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে প্রশাসন সুত্রে খবর। ভিড় এড়াতে চন্দননগর বউবাজার সবজি বাজারকে বাজার সংলগ্ন নবগ্রাম তরুণ সংঘ মাঠে স্থানান্তরিত করা হল, এরই পাশাপাশি চন্দননগরের লক্ষীগঞ্জ বাজার সবজি বাজার কেও স্থানীয় হসপিটাল মাঠে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ১৮ টি স্প্রেয়ার মেশিন দিয়ে গোটা চন্দননগর শহর স্যানিটাইস করা হবে। বিশেষ নজরদারির জন্য বোরো ভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আজকের বৈঠকে।এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি টহলকারী চলবে বলে জানা গেছে।

করোনা-যুদ্ধে জয়ী উত্তরপূর্বের প্রথম আক্রান্ত মণিপুরের চিকিৎসক-যুবতী, গেলেন বাড়ি

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছেন উত্তরপূর্বের প্রথম আক্রান্ত মণিপুরের চিকিৎসক-যুবতী। আজ রবিবার তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন ডাক্তাররা। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে এই খবর দিয়ে যুবতীর বাড়ি যাওয়ার ফটো আপলোড করেছেন। সঙ্গে করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক-যুবতীকে সুস্থ করে তোলার জন্য ভগবান, সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, নার্স এবং সকল চিকিৎসা কর্মীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আজ বিকেল ৩:২৩ মিনিটে তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ভগবনকে ধন্যবাদ। দ্যা জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস)-এর ডাক্তার এবং চিকিৎসার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ। মণিপুরের প্রথম করোনা আক্রান্তকে আজ হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সবাই সুস্থ থাকুন এবং ঘরে থাকুন।'

প্রসঙ্গত, গত ২১ মার্চ পশ্চিম ইমফল জেলার বাসিন্দা যুবতীটি রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি ক্যানসারের ওপর গবেষণা করছিলেন লন্ডনের ব্রিসাল ইউনিভার্সিটিতে। তিনি একজন মেডিক্যাল-গবেষক। বাড়ি এসেই তিনি সরাসরি জেএনআইএমএস-এর ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাসপাতালের আইসোলেশনে চলে যান। ২৪ মার্চ তিনি করোনায় আক্রান্ত বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে গত ২৮ মার্চ তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে জানিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এল জয়ন্তকুমার।

মণিপুরে দুজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে ইমফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে।

দিল্লিতে ৩.৫ মাত্রার ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.): করোনা আবহে দিল্লির এনসিআরে ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৩.৫। রবিবার দেশের রাজধানী দিল্লি সহ বিস্তির্ণ অঞ্চলে ব্যাপক কম্পন অনুভূত হয়। লকডাউনের মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় মানুষ।

দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। এরই মধ্যে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নয়াদিল্লি। জানা যাচ্ছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৩.৫। প্রায় পাঁচ সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়। এতটাই কম্পন অনুভূত হয়েছে যে রীতিমত দুলে ওঠে ঘরে থাকা সমস্ত কিছু। এমনকি রান্নাঘরে থাকা বাসন সহ বিভিন্ন জিনিস পড়ে যায়। যদিও এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। খবর নেই ক্ষয়ক্ষতিরও। আতঙ্কে লকডাউন উপেক্ষা করেই বহু মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন বলে জানা যাচ্ছে। আইএমডি জানিয়েছে পূর্ব দিল্লি ছিল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল।

হঠাত জোরে কম্পন অনুভূত হলেও খুব একটা বড় মাপের ভূমিকম্প ছিল না। অন্যদিকে, মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্সেসের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে যে দিল্লির সারিতা বিহার ছিল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। মাটির ৮ কিলোমিটার নীচে এই ভূকম্পন হয়েছিল। এতে কোনও ক্ষয়ক্ষতির এখনও খবর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, কম্পনের পরেই টুইট করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি তাঁর টুইট বার্তায় লেখেন আশা করি সবাই ভালো রয়েছেন। জানা যাচ্ছে, শুধু দিল্লি না, উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানেও ভূমিকম্পের টের পাওয়া গিয়েছে।

কথা রাখল ভারত, আমেরিকায় পৌঁছল হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বোঝাই বিমান

নিউ জার্সি, ১২ এপ্রিল (হি. স.): কথা রাখল ভারত। রবিবারই আমেরিকায় পৌঁছে গেল ভারতের পাঠান ম্যালেরিয়ার ওই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বোঝাই বিমান। এ কথা টুইট করে জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিংহ সান্ধু।

গোটা আমেরিকা জুড়ে কার্যত তাণ্ডব শুরু করেছে করোনা। এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন চেয়ে আবেদন করেন ভারতের কাছে। সঙ্গে দেন হুঁশিয়ারিও। এরপ্র হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন রফতানি নিয়ে আগের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসার ঘোষণা করে নয়াদিল্লি। জানিয়ে দেওয়া হয়, করোনার মতো অতিমারিতে যে সব দেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের ওই ওষুধ সরবরাহ করা হবে।সেই মত কথা রাখল ভারত। রবিবারই আমেরিকায় পৌঁছে গেল ভারতের পাঠান ম্যালেরিয়ার ওই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বোঝাই বিমান। এ দিন নিউ জার্সির নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে অবতরণ করে ওষুধ বোঝাই বিমান। ভারত থেকে ৩৫ লক্ষ ৮২ হাজার হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট চেয়েছিল আমেরিকা। সেইসঙ্গে সে দেশে ওই ট্যাবলেট তৈরির জন্য ৯ মেট্রিক টন উপাদানও চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এ দিন তরণজিৎ টুইট করে জানান, "করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের শরিকদের পাশে দাঁড়াতে আজ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের বরাত নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে পৌঁছল।"

রবিবার হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বোঝাই বিমান আমেরিকার মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়। আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিংহ সান্ধুর টুইটে ভারতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বহু মার্কিন নাগরিকই।

উল্লেখ্য, আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বড়সড় ভুমিকা নিতে পারে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী হিসাবে ব্যবহৃত ওই ওষুধটি। নিউইয়র্কে অন্তত দেড় হাজার রোগীর উপরে সেই ওষুধ পরীক্ষা করাও চলছে। দেশের পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষের করোনা ধরা পড়েছে। গোটা দুনিয়াকে ছাপিয়ে আমেরিকাতেই করোনায় মৃতের সংখ্যা এখন সবচেয়ে বেশি। মৃত সাড়ে ২০ হাজার মানুষের মধ্যে শুধু মাত্র নিউইয়র্ক শহরেই মৃত্যু হয়েছে ৬ হাজার ৩০০ জনের।

ইস্টারে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.): দেশবাসীকে ইস্টারের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রার্থনা করলেন, করোনার সংক্রমণের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে জয় করতে আজকের দিন সকলকে বাড়তি শক্তি প্রদান করবে।

করোনাভাইরাসের জেরে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। আর লকডাউনের মধ্যেই খ্রিস্টধর্মের অন্যতম উৎসবে গৃহবন্দী সকলে। এই অবস্থায় রবিবার দেশবাসীকে ইস্টারের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ট্যুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ইস্টারের বিশেষ মুহূর্তে সকলকে শুভেচ্ছা। আসুন, আমরা যীশুর মহৎ চিন্তাকে স্মরণ করি। বিশেষ করে, গরিব ও অভাবীদের ক্ষমতায়নে তাঁর নিরন্তর দায়বদ্ধতা। আশা করব, এই ইস্টার সকলকে কোভিড-১৯ জয় করতে এবং এক স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ে তুলতে বাড়তি শক্তি জোগাবে।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

ইস্টারে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.): দেশবাসীকে ইস্টারের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রার্থনা করলেন, করোনার সংক্রমণের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে জয় করতে আজকের দিন সকলকে বাড়তি শক্তি প্রদান করবে।

করোনাভাইরাসের জেরে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। আর লকডাউনের মধ্যেই খ্রিস্টধর্মের অন্যতম উৎসবে গৃহবন্দী সকলে। এই অবস্থায় রবিবার দেশবাসীকে ইস্টারের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ট্যুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ইস্টারের বিশেষ মুহূর্তে সকলকে শুভেচ্ছা। আসুন, আমরা যীশুর মহৎ চিন্তাকে স্মরণ করি। বিশেষ করে, গরিব ও অভাবীদের ক্ষমতায়নে তাঁর নিরন্তর দায়বদ্ধতা। আশা করব, এই ইস্টার সকলকে কোভিড-১৯ জয় করতে এবং এক স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ে তুলতে বাড়তি শক্তি জোগাবে।-

অন্যরা পারলয়েও এ রাজ্য পারে না, বিজেপির নেতা দেবজিত সরকার

হুগলী,১২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের যোগী বা নবীন পট্টনায়ক যা পারে মমতা তা পারেনা হিন্দমোটরে খাদ্য সামগ্রী দিতে এসে বললেন রাজ্য বিজেপির নেতা দেবজিত সরকার। এদিন বিকেলে হিন্দমোটরের উদয়ন পল্লি এলাকায় ২০০ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। সাধারন দিন মজদুর ও খেটে খাওয়া মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন রাজ্য বিজেপির নেতা দেবজিত সরকার। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি শ্যামল বোস।লক ডাউনের সমস্ত নিয়ম মেনেই দলের কয়েকজন কর্মী কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী বিলি করেন। এদিন দেবজিত সরকার বলেন যোগী বা নবীন পট্টনায়ক যা পারেন তা মমতা পারেন না। বাজার করতে মানুষ বাইরে বের হবে কেন। সরকার থেকে চাষিদের কাছ থেকে বাজার কিনে বা দুধ ওয়ালাদের কাছ দুধ কিনে বাড়ি বাড়ি পৌছে দিক। পারবে না কেন এগিয়ে বাংলা।যদি গোমুত্র খোর উত্তর প্রদেশের যোগী পারে। ইচ্ছে থাকলে সবই হয়। তবে কাটমানির বাংলায় কিছুই হবেনা। কারন যেখানে কাউন্সিলররা চুরি করতে নেমে পরে আর খাদ্যমন্ত্রীকে দলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয় জিডি করতে হয় এফসিআই গোডাউন থেকে চাল চুরি করেছে বলে সেখানে আর কি আসা করা যায়।

করোনা মোকাবিলায় এবার মাস্ক বাধ্যতামূলক করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে শহর। করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। পাশাপাশি লকডাউন চলছে রাজ্য তেও।কিন্তু চিকিৎসকরা বারবারই বলছেন করোনা ব্যবহার করতে কিন্তু সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক ব্যবহার করতে। কিন্তু অনেকেই জরুরি প্রয়োজনেও মাস্ক ছাড়াই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে।আর এবার করোনা মোকাবিলায় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার।রবিবার রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে সে কথা। রাজ্য সরকার সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে এবং করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মোকাবিলায় সব সময় মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। এটা সাহায্য করবে করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে।পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে এও জানানো হয়েছে শুধুমাত্র এন৯৫ বা সার্জিকাল মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এরকম নয়। যেকোন মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়াও পরিষ্কার কাপড় সঠিক ভাবে ভাঁজ করা।দোপাট্টা কিংবা রুমাল এমনকি গামছাও মাস্ক এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি এও জানানো হচ্ছে এটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক বিশেষত যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাবলিক প্লেসে যাওয়ার ক্ষেত্রে।

রঙালি বিহু ও নববর্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল, (হি.স.) : রঙালি বিহু উপলক্ষে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি রাজ্যবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বিবৃতি জারি করে রাজ্যপাল বলেছেন, রঙালি বিহু তথা অসমিয়া নতুন বছর রাজ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাতাবরণ সৃষ্টি করুক। সকলে সুস্থ থাকুন।

বিবৃতিতে রাজ্যপাল সবাইকে কোভিড ১৯ সংক্রমণের ব্যাপারেও স্মরণ করিয়েছেন। নিজের নিজের এলাকা, রাজ্য তথা দেশ ও দশের সুস্থ কামনা করে সকলকে বাড়িতেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিহু উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল। করোনা ভাইরাসকে ঠেকাতে সর্বস্তরের জনতার সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি বলেছেন, পুরনো গ্লানি দূর করে নতুন বছর রাজ্যবাসীর মন, প্রাণ রঙিন হয়ে উঠুক। সকলকে সুস্থ রেখে সকলের জীবন সমৃদ্ধশালী করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

নিংশব্দে চলে গেলেন প্রখ্যাত জাগলার লাঠিদা

হুগলি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মনে পড়ে অস্কার জয়ী চিত্র পরিচালক সত্যজিত রায়ের বিখ্যাত সিনেমার হাড়হিম করা দৃশ্যের কথা ? জয়বাবা ফেলুনাথে মগনলাল মেঘরাজের সামনে জটায়ু সহ তোপসে ফেলুদার মাথা ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার দৃশ্য। জটায়ুকে একটি আঁকা ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে চারপাশে ছুরি ছুঁড়ে মারা টানটান অর্জুনের খেলা ? অর্জুনের ভূমিকায় কামু মুখোপাধ্যায় একটার পর একটা ছুরি ছুঁড়ছেন দূর থেকে আর জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষ দত্ত চোখ বন্ধ করে মৃতপ্রায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে। দেহের এপাশ ওপাশ কানের পাশে এসে দেওয়ালে বিঁধছে ছুরি গুলো। মগনলাল (উৎপল দত্ত) সাবাশি দিচ্ছেন অর্জুনকে তার লক্ষ্যভেদের জন্য। ফেলুদা , তোপসে সবাই ভয়ে। সত্যজিত রায় , উৎপল দত্ত , সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় , কামু মুখোপাধ্যায় , সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় সবাই চেনেন এঁদের। কিন্তু যিনি আড়ালে থেকে এই দৃশ্যের জন্য অর্জুনের হাত ধরে ছুরি গুল ছুঁড়লেন সেই বিখ্যাত জাগলার অভয় মিত্রকে হয়তো অনেকেই চেনেন না। তিনি না থাকলে এ দৃশ দেখতে পেতেন না দর্শকরা। সেই প্রখ্যাত জাগলার চলে গেলেন নিংশব্দে। হুগলির উত্তরপাড়ার বাড়িতেই বার্ধক্য জনিত অসুখে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ' লাঠিদা ' নামেই পরিচিত ছিলেন এলাকায়। সারা দেশ জুড়ে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়ে মানুষ যখন গৃহবন্দি সেই অবস্থায় নীরবে চলে গেলেন প্রখ্যাত জাগলার অভয় মিত্র।শুধু মাত্র চলচ্চিত্রেই নয়।বিভিন্ন দেশ ও বিদেশে বহু স্টেজ শো করে সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকে রপ্ত করেছিলেন নানা রকমের জাগলিং।ছোট্ট থেকেই ভাই ও বোনেদের নিয়ে বহু কষ্টে দিন কেটেছে লাঠিদার। স্টেজে তার জাগলিং এ দেখে তাকে খুশি হয়ে ডেকে রেলে চাকরি দিয়েছিলে

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কোভিড-১৯ গবেষণা ও অ্যালকোহল জনমনে আশার আলো না বিভ্রান্তি?

কোভিড-১৯-এর আগ্রাসী আক্রমণে আজ পুরো পৃথিবী পর্যুদস্ত। এই বহুরূপী ভাইরাসের কারণে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিভিন্ন দেশে চলছে গবেষণা, কেউ কাজ করছেন দ্রুততম সময়ে এই ভাইরাস শনাক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কারের, কেউবা নিবেদিত আছেন একটি কার্যকর ওষুধ অথবা প্রতিষেধক উদ্ভাবনের সন্ধানে। সমগ্র পৃথিবী আজ এক বুক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে বিজ্ঞানীদের দিকে, একটা কিছু ভালো খবরের আশায়। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও কাজ করে চলেছেন একই লক্ষ্যে। কিন্তু হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞানীই এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি এই রকম তথ্য নিয়ে হাজির হচ্ছেন পাবলিক মিডিয়াতে, বিভ্রান্ত করছেন দেশের সহজ-সরল মানুষকে।

৮ এপ্রিল কয়েকটি টিভি চ্যানেলে বাংলাদেশের একজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলিমুল ইসলাম বলেছেন, ঘরে বসেই ইথানলমিশ্রিত বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে (সহজ বাংলায় যাকে ভাপ নেওয়া বলা হয়) অথবা ইথানলমিশ্রিত পানি দিয়ে কুলকুচি করলে কোভিড-১৯ ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতে পারে। ইথানল ও পানির মিশ্রণের পরিমাণ, কীভাবে তার প্রয়োগ করতে হবে, সে বিষয়েও টিভি চ্যানেলে তিনি তাঁর মতামত দিয়েছেন। তিনি এই গবেষণায় জাপানের একজন পদার্থবিজ্ঞানীঠ্টন্স্দ্ধদ্রন্দ ছ্ব্ব্ঠ্থদ্ধত্র-এর অনুরূপ গবেষণাকাজের কথা উল্লেখ করেছেন।যেহেতু কোভিড-১৯ ভাইরাসের একটি লিপিড আবরণ আছে, তাই লিপিড বা চর্বি নষ্ট করে এ রকম কিছু দিয়ে একে ধ্বংস করা সম্ভব, এই তথ্য এখন মোটামুটি আমাদের সবারই জানা। যে জন্য চর্বি নষ্ট করে ফেলে এই জাতীয় কিছু, যেমন সাবান অথবা ইথানলধারী দ্রব্য দিয়ে আমাদের হাত ধুতে বলা হচ্ছে। এই একই ধারণার ওপর ভিত্তি করেঠ্টন্স্দ্ধদ্রন্দ ছ্ব্ব্ঠ্থদ্ধত্র ও অধ্যাপক আলিমুল ইসলাম প্রস্তাব করেছেন, ইথানলমিশ্রিত ভাপ নিলে হয়তো কোভিড-১৯ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, যদিও তাঁদের কেউই এই কাজে কোভিড-১৯ নিয়ে সরাসরি কোনো গবেষণা করেননি।ঠ্টন্স্দ্ধদ্রন্দ ছ্ব্ব্ঠ্থদ্ধত্র যদিও পরিষ্কারভাবে তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, এই ধরনের কোনো চিকিৎসাপদ্ধতি রোগীর ওপর প্রয়োগ করার আগে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা দরকার এবং এটি একটি সম্ভাবনা মাত্র।

অন্যদিকে যদি অধ্যাপক আলিমুল ইসলামের গবেষণার দিকে দৃষ্টি দিই, এই গবেষণাকাজ এখনো কোনো দ্মত্রত্রন্ত্রত্রন্ত্রত্রন্দ্রত্রত্ম দ্দদ্রন্দ্রদ্রথন-এ প্রকাশ হয়নি। অথচ তিনি পাবলিক মিডিয়াতে এসে রোগীকে ইথানলের ভাপ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যে এই গবেষণার অনেক দিক সম্মানিত বিজ্ঞানী পরিষ্কার করেননি। তাঁর গবেষণার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে চাই। অধ্যাপক আলিমুল ইসলাম নিজে এবং তাঁর কয়েকজন ছাত্র ইথানলমিশ্রিত বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, এর ফলে তাঁদের ঠান্ডা, কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ কমে গেছে। তিনি ধারণা করেছেন, তাঁদের কোভিড-১৯-এর কাছাকাছি কোনো গোত্রের বা অন্য কোনো ভাইরাসজনিত ঠান্ডা কাশি এবং শ্বাসকষ্ট হয়তো ছিল এবং যেহেতু ইথানলমিশ্রিত বাষ্প গ্রহণ করায় তাঁদের উপসর্গ কমে গিয়েছে, সুতরাং কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ থেকেও একই পদ্ধতিতে সুস্থ হওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু তাঁদের উপসর্গের জন্য কোনো ভাইরাস দায়ী ছিল কি না, হলেও সেটি কোন ভাইরাস, সেটি শনাক্ত হয়েছিল কি না, সেই বিষয়ে কোনো তথ্য তিনি দেননি। সুতরাং আদৌ কোভিড-১৯ ইথানলমিশ্রিত বাষ্প দ্বারা ধ্বংস হয় কি না, সে ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। পুরো বিষয়টি তাঁর ধারণার ওপর ভিত্তি করা। আরও মারাত্মক বিষয় হলো, নিজের ও ছাত্রদের ওপর অ্যালকোহলের মতো একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগের পূর্বে তিনি কখন ত্বনত্রখস্থদ্রত্বত্র নিয়েছিলেন কি না, তারও কোনো উল্লেখ তিনি করেননি।

কোভিড-১৯-এর যেই লিপিড আবরণ, তা সে নিজে তৈরি করে না, বরং মানব কোষে যেই লিপিড থাকে, তাকেই এই ভাইরাস নিজের আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে। কাজেই ইথানল যদি ভাইরাসের লিপিড ধ্বংস করে, পাশাপাশি মানব কোষে থাকা লিপিডকেও সে ধ্বংস করতে পারবে। লিপিডের পাশাপাশি ইথানল প্রোটিনকেও ধ্বংস করে, যা আমাদের শ্বাসতন্ত্র এবং ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। কতটুকু পরিমাণ ইথানল ব্যবহার করলে মানবদেহের ক্ষতি হবে না কিন্তু ভাইরাস ধ্বংস হবে, সেটি এই চিকিৎসা পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বয়স বা শারীরিক অবস্থা ভেদে অ্যালকোহলের ব্যবহার কীভাবে মানবদেহে প্রভাব ফেলতে পারে বা তার পরিমাণ কতটুকু হবে, তার ওপর আরও ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। এই বিষয়েঠ্টন্স্দ্ধদ্রন্দ ছ্ব্ব্ঠ্থদ্ধত্রও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ধরনের যেকোনো নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি সুপারিশ করার আগে ব্যাপক আকারে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অত্যাবশ্যক। গুটিকয়েক ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা করে যেকোনো চিকিৎসাপদ্ধতি সুপারিশ করা কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকেই সম্ভব নয়।

অ্যালকোহলের ব্যবহার যে আমাদের শ্বাসতন্ত্র ও ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে, অধ্যাপক আলিমুল ইসলামের বক্তব্যেও তার ইঙ্গিত আছে। তিনি বলেছেন, যাদের শ্বাসতন্ত্রের কোনো সমস্যা আছে, তাদের জন্য এই চিকিৎসাপদ্ধতি সুপারিশ করা যাবে না। আমরা জানি, কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ শ্বাসতন্ত্রেরই রোগ। সে ক্ষেত্রে কীভাবে শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত একজন রোগীকে ইথানলমিশ্রিত বাষ্প দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে, সেই বিষয়ে অধ্যাপক আলিমুল ইসলামের বক্তব্যটি স্ববিরোধী।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ইথানলমিশ্রিত তরল দিয়ে হাত যদি ধোয়া যায়, তাহলে ইথানল কেন ভাপ হিসেবে নেওয়া যাবে না? মনে রাখতে হবে, আমাদের শরীরের সব জায়গার কোষের গঠন এক নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ইথানলের ব্যবহার ত্বকের ওপরে সে রকম কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না। কিন্তু শ্বাসনালি, পরিপাকতন্ত্র প্রভৃতির মিউকোসাল স্তরের নানা রকম ক্ষতি করে। উপরন্তু, শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে ইথানল গ্রহণের পার্শ প্রতিক্রিয়া ইথানল পানের থেকেও বহুমাত্রায় ক্ষতিকর। কারণ ফুসফুসের পাশাপাশি ওই ইথানল দ্রুত মস্তিষ্কে পৌঁছে মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করতে পারে।

ইতিমধ্যেই এই ধরনের বিভ্রান্তকর তথ্যের কারণে ইরানে বহু মানুষ ভাইরাস ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অ্যালকোহল সেবন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ভারতে গো-মূত্র পান করে অসুস্থ হয়েছেন বহু মানুষ। বাংলাদেশেও ইতিমধ্যেই কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রমণের আতঙ্কে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে আছেন এবং সংক্রমণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে এই আতঙ্ক আর হতাশা আরও বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কাজেই, এই পরিস্থিতিতে মানুষ যখন যেকোনো আশার বাণীকেই খড়কুটোর মতোন আঁকড়ে ধরে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছেন, তখন এই ধরনের একটি বিভ্রান্তকর তথ্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার হলে তার ফল যে খুব ভালো হবে না, তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষ করে যেখানে অ্যালকোহলের মতো একটি দাহ্য ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, যার যথেচ্ছ ব্যবহার ডেকে নিয়ে আসতে পারে ভয়াবহ পরিণতি। শুনছি অনেকেই বাজারে ইথানল কোথায় পাওয়া যাবে, সেই খোঁজও নিচ্ছেন।

পরিশেষে এটাই বলতে চাই, একজন বিজ্ঞানীর অনেক দায়িত্ব। কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে, কোনো দ্মত্রত্রন্ত্রত্রন্দ্রত্রত্ম দ্দদ্রন্দ্রদ্রথন-এ প্রকাশ না করে গণমাধ্যমে কোনো কিছু প্রচার না করাই কাম্য। মানবসভ্যতার উপকারে আমরা নিজেদের সঠিকভাবে নিয়োজিত করি, আমাদের একটি ভুল যেন একজন মানুষেরও প্রাণহানির বা ক্ষতির কারণ না হয়। আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমে এই ব্যাপারে আরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিজ্ঞানভিত্তিক যেকোনো তথ্য প্রচার করার আগে, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যাচাই করে নেওয়া খুবই জরুরি। তা না হলে আমরা মানুষের মঙ্গল না করে বিপদই বয়ে আনব।

সুন্দর সময়ের অপেক্ষায়

এমন একটা সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট অ্যান্থনিস কলেজ থেকে লিখছি, যখন পৃথিবীজুড়ে এক অদৃশ্য ভাইরাস হাজার হাজার জীবনকে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মিছিলে। এই তো সেদিনও আমাদের দিন ছিল উচ্ছলতায় ভরা। আর এখন?মার্চের মাঝামাঝি। হিলারি টার্ম, মানে অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় সেমিস্টার প্রায় শেষের দিকে তখন। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ফাইন্যান্স ক্লাসে অধ্যাপক ব্যাখ্যা করছেন, এই মুহূর্তে একটি ভাইরাস বিশ্ববাজার অর্থনীতিতে কীভাবে কতটা প্রভাব ফেলছে। কিন্তু তখনো আমরা বুঝতে পারিনি, সেটাই ছিল ক্লাসরুমে পাশাপাশি বসে আমাদের শেষ ক্লাস।হঠাৎ অক্সফোর্ডে বেশ কয়েকজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় নিমেষেই অক্সফোর্ডের চেনা দৃশ্যপট পাল্টে গেল। সপ্তাখানেক পরই বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস আর সুইজারল্যান্ডে আমাদের বিভাগের শিক্ষাসফর বাতিল হলো। শুধু শিক্ষাসফরই নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস, সেমিনার, ডিপার্টমেন্টসহ এক শতাধিক লাইব্রেরি সব বন্ধ করে দেওয়া হলো। ব্রিটেনের স্নাতক শিক্ষার্থীদের কলেজ ছেড়ে বাসায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। আমার মতো বিদেশি স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য থাকার বা দেশে ফিরে যাওয়ার দুটো পথই খোলা রাখা হলো। পরীক্ষাসহ শিক্ষাবর্ষের সব কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক করে দেওয়া হলো। অধিকাংশ শিক্ষার্থী তাড়াহুড়ো করে ক্যাম্পাস ছাড়ল। এর কিছুদিন পর করোনার ভয়াবহ সংক্রমণ ঠেকাতে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল ২১ দিনের লকডাউন। সঙ্গে সঙ্গে অক্সফোর্ডের কলেজগুলোর ডাইনিং, লাইব্রেরি, লেকচার থিয়েটার, স্টাডিজ সেন্টার, জিম, কমনরুম এমনকি রুম ক্লিনিং সার্ভিস পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হলো। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলগুলোকেই কলেজ বলা হয়। যেহেতু লকডডাউনের দিনগুলোতে রান্না করেই খেতে হবে, বাজার করতে সুপারশপগুলোয় গিয়ে দেখলাম, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তাকগুলো ফাঁকা।বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ প্ল্যাটফর্ম বলে অনেকের মতো আমারও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সময় ছিল কলেজজীবন। আমাদের কলেজে আমরা ছিলাম ৭৭ দেশ থেকে আসা ৪০০—এর মতো শিক্ষার্থী। আমাদের গল্প জমে উঠত একাডেমিক পড়াশোনার বাইরেও নিজ নিজ দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগাসহ আরও কত কী! কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ করোনা এসে সবাইকে আলাদা করে দিল।লকডাউনের আগে দিনে চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টা ক্লাস, লাইব্রেরিতে কাটাতাম। ব্রিটিশ আবহাওয়ার কনকনে শীত-বৃষ্টির বৈরিতা উপেক্ষা করে নিয়মিত অক্সফোর্ড ইউনিয়নের টক, ডিবেট কিংবা সেলডোনিয়ান থিয়েটারের অর্কেস্ট্রা, বেথোভেন উপভোগ করতে যেতাম। এখন এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। ড্যাফোডিল, চেরি, জেসমিন, গ্লোরি ফ্লাওয়ারসহ নানা ফুলে অপূর্ব হয়ে আছে অক্সফোর্ডের ক্যাম্পাস। কিন্তু নেই শিক্ষার্থীদের পদচারণা। অক্সফোর্ডের গির্জাগুলোয় আর ঘণ্টা বাজে না। সব ব্যস্ততা, সব গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিন সপ্তাহ হতে চলল কলেজের বাইরে যাই না। পড়াশোনায়ও তেমন মনোযোগ আসে না। সিনেমা দেখে, গান শুনে, পত্রিকা পড়ে, রান্না করে আর ফেসবুকের টাইমলাইন স্ক্রল করে রুমের মধ্যেই কাটে দিন।

বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। এই সংবাদগুলোয় ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়। ফোনের ওপাশে মা—বাবা আর আপনজনদের উদ্বেগভরা কণ্ঠস্বরে মন খারাপ হয়ে যায়।

মাস্ক পরব সার্জিক্যাল না কাপড়ের

সম্প্রতি আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা দল বলেছে, লকডাউন ও অন্যান্য সতর্কতার পাশাপাশি জরুরি কাজে বাইরে চলাফেরার সময় সবাই মাস্ক ব্যবহার করলে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা দুটোই ১০ শতাংশ হারে কমে। তাদের হিসাবে, প্রতিটি মাস্ক ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে আক্রান্ত বা মৃত্যু যতটা কমে, তার আর্থিক উপকারিতা ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার ডলারের সমান। এটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার।ওই গবেষক দল দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ, যেখানে সবাই মাস্ক ব্যবহারে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে ইতালির মতো দেশে করোনার বিস্তার ও মৃত্যুহারের তুলনা করে এই ফলাফল বের করেছে। আমেরিকা বা ইউরোপের অনেক দেশের মানুষ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব মেনে চলতে অভ্যস্ত হলেও সহজে মাস্ক ব্যবহার করতে চায় না। আমাদের দেশেও বাইরে সব সময় মাস্ক ব্যবহারে অনীহা দেখা যায়। অন্য নিয়মগুলো কমবেশি মানি। যদিও সুযোগ পেলেই জনসমাগম ঘটাই। এমনকি এই করোনার ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মধ্যেই কেউ কেউ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ের আয়োজন করেছে, এমন খবরও পেয়েছি। তবে এখন কিছুটা অভ্যাস হয়েছে। আমরা যখন বাইরে বেরোই, তখন জনসমাগম এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কেনাকাটার সময় ক্রেতারা তিন-চার ফুট দূরত্ব রেখে দাঁড়াই। কিন্তু মুখে সব সময় মাস্ক ব্যবহারের অভ্যাসটা এখনো সবার হয়নি। অনেকে পরতেই চান না। এটা যে কত ক্ষতি করে, সেটা আমরা অনেকেই ভেবে দেখি না।

আমরা দেখছি প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকায় করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন এলাকায় লকডাউন হচ্ছে। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না। দিনের বেলায়ও জরুরি কাজ ছাড়া কারও বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এ সবই করোনাভাইরাস যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং করোনায় মৃত্যুহার যেন কমে, সে জন্যই করা হচ্ছে।

সেই সঙ্গে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক, এটাও বলা হচ্ছে। কিন্তু এই শর্তটা যেন একটু দুর্বলভাবে বলা হচ্ছে। ফলে অনেকে ভাবছে রাস্তাঘাটে লোকজন নেই, মাস্ক না পরলেও চলে। এটা ভুল ধারণা।

শুধু নিজেকে রক্ষার জন্য নয়, অন্য ১০ জনকে করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক হতে হবে। কারণ, অনেক সময় আমরা হয়তো জানিও না কার ভেতর কখন করোনাভাইরাস ঢুকে গেছে। টের পাই দু—তিন দিন পর। এর মধ্যে কিন্তু আমরা কথা বলার সময় বা হাঁচি-কাশির সময় ড্রপলেটের মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে চলেছি। এটা বন্ধ হবে যদি আমরা ঘরের বাইরে জরুরি কাজে বের হওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করি।

এখানে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কারও হয়তো থাকতে পারে। কারণ, মাস্ক তো অনেক রকম। সাধারণ দু-তিন পরত সুতি কাপড়ের তৈরি মাস্কও আছে, আবার আছে সার্জিক্যাল মাস্ক, যেমন এন৯৫ মাস্ক। কোনটা ব্যবহার করব। যেহেতু সার্জিক্যাল মাস্ক সাধারণত হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সরা ব্যবহার করেন, তাই এটা খোলা বাজারে খুব কম পাওয়া যায়। সব মানুষ সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করতে চাইলে ডাক্তারদের মাস্কে টান পড়বে।ইতিমধ্যে আমেরিকায়ও হাসপাতালে সার্জিক্যাল মাস্কের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে তো বটেই। আসলে সার্জিক্যাল মাস্ক ডাক্তার-নার্সদের দরকার, কারণ এতে রোগীর চিকিৎসার সময় ডাক্তারের নিরাপত্তা শুধু নয়, রোগীরও নিরাপত্তার জন্যও বিশেষ দরকার। তাই চিকিৎসকদের চাহিদা অবশ্যই মেটাতে হবে। না হলে চিকিৎসায় রোগী-চিকিৎসক উভয়েরই বিপদের আশঙ্কা থাকবে। এ অবস্থায় যেহেতু অনেকে মনে করেন, সার্জিক্যাল মাস্ক ছাড়া কাজ হবে না, তাই তাঁদের অনেকে মাস্কই ব্যবহার করতে চান না।এই বিষয়ে সম্প্রতি আমেরিকার সিডিসি (সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন) থেকে পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সাধারণ নাগরিকেরা যেন কাপড়ের তৈরি মাস্ক ব্যবহার করে (সূত্র: ওয়েব এমডি, ডু ক্লথ ফেইস মাস্ক অ্যাকচুয়েলি ওয়ার্ক?, ১০ এপ্রিল ২০২০)। এতেই অনেক উপকার। কারণ, বাইরে থেকে বাসায় ফিরে সেই মাস্ক আমরা সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে আবার ব্যবহার করতে পারি। তাই সবার জন্য এটা সহজলভ্য। এমনকি বাসায় পরিষ্কার কাপড়ের দু-তিন পরত সেলাই করে আমরা নিজেরাও কাপড়ের মাস্ক বানিয়ে ব্যবহার করতে পারি। মূল কথা হলো আসুন কিছুদিন ঘরে থাকি। শুধু জরুরি কাজে বাইরে যদি যেতেই হয়, কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করি। এতে করোনার আক্রান্তের হার ও মৃত্যুর হার অন্তত ১০ শতাংশ কমানো যাবে। এটা কথার কথা নয়, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় এই ফলাফল পাওয়া গেছে।

এ গেদু, সমেস্যা কী

শিরোনাম দেখে যাঁরা বিষয়বস্তুর সংযোগ খুঁজে পাননি, তাঁদের জন্য বলিএটি একটি গানের কলি। দেশে যখন করোনাভাইরাসের বিস্তার বাড়তে থাকল, সরকারের পক্ষ থেকে মানুষকে ঘরে থাকার তাগাদা দেওয়া হলো। কিন্তু সে তাগাদা উপেক্ষা করে আমরা জনতারা চললাম খেয়ালখুশিমতো, তখনই 'কিটো ভাই' নামে এক ইউটিউবার গাইলেন, 'এ গেদু, সমেস্যা কী?/...তোগ কিরা লাগে ঘরে থাক, ঘুমা তোরা ডাইক্কা নাক/ ঘরে বইয়া পাকসাক কইররা মজা মজা খাইতে থাক/ হাতে পায়ে সাবান মাখ, ঘন ঘন ধুইতে থাক...।'

বরিশাল অঞ্চলের ভাষায় কিটো ভাইয়ের গাওয়া গানটি মুহূর্তে ভাইরাল হলো ফেসবুকে (১ এপ্রিল পর্যন্ত শুধু কিটো ভাইয়ের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা গানটিই দেখা হয়েছে ২৫ লাখ বারের বেশি, শেয়ার করেছেন ৫৩ হাজার ফেসবুক ব্যবহারকারী)। কিন্তু চার তারের উকুলেলে বাজিয়ে যে 'কিটো ভাই' নামের মানুষ গানটি গাইলেন, তিনি আসলে কে?

কিটো ভাই হলেন মাশরুর ইনান। রাজধানীর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। পরিচিত মানুষের কাছে আমুদে মানুষ হিসেবে বাড়তি কদর তাঁর। হুমায়ূন আহমেদের পাঁড় ভক্ত বলেই প্রিয় লেখকের বইয়ের নামে ব্যান্ডের নামকরণ করেছেনএলেবেলে। ছয় সদস্যের সেই ব্যান্ড নিয়ে বড় স্বপ্ন তাঁর। তবে তারও আগে প্রতিভা দেখিয়েছেন মানুষ হাসিয়ে, সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে। নিজের এলাকার প্রতি, নিজের এলাকার ভাষার প্রতি টান থেকেই সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে নিজের অভিমত তুলে ধরেন খাঁটি 'বরিশাইল্যা ভাষায়'। সেসবই পোস্ট করেন ফেসবুকে, ইউটিউব চ্যানেলে। এমনই একটি পোস্ট মাশরুর ইনানকে কিটো ভাই বানিয়েছে। এ বছরের শুরুর সেই ঘটনাই শোনালেন আমাদের।বরিশাল শহরে নিজেদের বাসায় তখন ইনান। একান্নবর্তী পরিবারের চলটা এখনো ধরে রেখেছেন ইনানদের অগ্রজেরা। তেমনই উৎসবের আবহ ছিল গত বছরের শেষের দিকে ইনানদের বাসায়। তখনই ভোজনরসিক ইনানের ওপর অনেকটা ভাত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। মা-বাবা-বোনসহ বাড়িতে আসা অন্যরাও তখন ওজন কমাতে কিটোজেনিক বা কিটো ডায়েট চর্চা করছেন। ডায়েট ব্যাপারটা ইনানের মতো মানুষের পক্ষে যে রীতিমতো নিজের ওপর অত্যাচার! তাই বাড়ির সবাই যখন ডায়েট পরিকল্পনা মেনে খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর পাকস্থলী আন্দোলন করছিল দুমুঠো ভাত আর আলুভর্তার জন্য। কিন্তু সেসবের বদলে তাঁর সমানে এসেছিল সালাদ আর সেদ্ধ ডিম!

মনের দুঃখে বিপ্লবী হয়ে উঠলেন ইনান। ছোট এই জীবনে ভাত না খেয়ে কেন ডায়েট করতে হবে। এর বিরুদ্ধে নিজের মনের কষ্টগুলো ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে ছাড়লেন। নাম দিলেন 'কিটো ডায়েট'। তিনি ছাড়াও যে এই দুঃখের ভাগীদার অনেকেই, তা বোঝা গেল ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর। হাজার হাজার মন্তব্য পড়ল ভিডিওটির মন্তব্যের ঘরে। তারই একটি মন্তব্যে মাশরুর ইনানকে সম্বোধন করা হয়েছিল 'কিটো ভাই' নামে। আদরমিশ্রিত নামটা পছন্দ হলো ইনানের। তিনি বলছিলেন, 'ইংরেজি কিউট অর্থে ওই লোকটি কিটো ব্যবহার করেছিলেন। নামটা আমার পছন্দ হলো। সেই নামটাই নিয়ে ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজ খুলেছি পরে।'

কল্পনার রাজ্যে

বারান্দা থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে আকাশের তারা দেখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বারান্দা থেকে কি ভালো করে আকাশ দেখা যায়? তাই আমি মাকে বললাম, 'মা, আমি একটু ছাদে যাই? এভাবে আর কত দিন বাসায় বসে থাকব? আর ভালো লাগে না।' মা বলল, 'খবরদার, এত রাতে একা একা কোথাও যাবে না।'আমি একটু কাঁদো কাঁদো স্বরে বললাম, 'প্লিজ মা, এভাবে আর ভালো লাগে না!'মা বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। নিতুকে বলো, ও নিয়ে গেলে যেতে পারো।' নিতু আপু আমার খালাতো বোন। মায়ের অনুমতি পেয়েই আমি দৌড়ে ছুটে গেলাম আপুর কাছে। আপু তখন বই পড়ছিল। আমি বললাম, 'চলো, ছাদে গিয়ে তারা দেখে আসি।'আপু বই থেকে মুখ না তুলে বলল, 'এখন না, পরে।' আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বারান্দায় বসে বসে ভাবতে লাগলাম, আমি পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যাব। সেখানে গিয়ে অনেক মজা করব। পাখিদের মতো আকাশে ভেসে বেড়াব। মেঘের আইসক্রিম খাব। তারপর রংধনুর প্রাসাদে ঘুমিয়ে পড়ব। ইশ ভাবনাগুলো যদি সত্যি হতো।

আমি যা করছি

করোনাভাইরাসের কারণে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। এতে সবারই খুশি হওয়ার কথা; আমিও খুশি। তবে বাসায় বসে থাকার চেয়ে আমার স্কুলে যেতেই বেশি ভালো লাগে। ১২ দিন ধরে ঘরে বসে আছি আমি। বেশির ভাগ সময় আমি গান, কবিতা আর গল্প লিখে পার করছি। গণিত অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। পেপার কাটিংগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছি। সেদিন ইউটিউবে খাম বানানো শিখেছিলাম। বেশ কিছু খামও বানিয়েছি। স্কুলের পড়াও অবশ্য পড়তে হচ্ছে।

তবে এ ছুটিতে আমি এখনো কোনো সিনেমা দেখিনি। একটি তালিকা অবশ্য তৈরি করেছি। তোমরাও এগুলো দেখতে পারো: ১. আলাদিন (আমার সবচেয়ে প্রিয় সিনেমা। এ পর্যন্ত ৯ বার দেখেছি। আবার দেখব।), ২. টয় স্টোরি ফোর, ৩. দ্য পোলার এক্সপ্রেস, ৪. হোম অ্যালোন, ৫. মাটির ময়না, ৬. ডোরা অ্যান্ড দ্য লস্ট সিটি অব গোল্ড, ৭. ড্যান্স একাডেমি, ৮. কিম পসিবল। কিছু উপন্যাসও পড়েছি এবং পড়ছি:১. দ্য পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে, ২. প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস, ৩. উয়াদারিং হাইটস, ৪. জেন আয়ার, ৫. হ্যান্স ব্রিংকার, ৬. আজব দেশে এলিস, ৭. ভিখিরি ও রাজপুত্র, ৮. রাশা, ৯. প্রজেক্ট আকাশলীন, ১০. হাতকাটা রবিন। এ ছাড়া মজার মজার খেলা তো আছেই। তোমরা যারা আমার মতো ব্যাগ নিয়ে স্কুলে আর কোচিংয়ে ছোটাছুটি করো, আশা করি, তাদের ছুটিও খারাপ কাটছে না। সবার ছুটিই ভালো কাটুক। শুভকামনা রইল।

মোবাইলে করোনাভাইরাস অ্যাপ নেই তো?

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনলাইনজুড়ে 'করোনাভাইরাস অ্যাপ' নামে নানা ক্ষতিকর অ্যাপ ছেড়েছে সাইবার দুর্বৃত্তরা।

তাই আপনার স্মার্টফোন করোনাভাইরাস—সংক্রান্ত অ্যাপ ডাউনলোডের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। ইসরায়েলভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান চেক পয়েন্ট এ—জাতীয় বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রোগ্রাম শনাক্ত করেছে।চেক পয়েন্টের বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, করোনাভাইরাসের অ্যাপের ছদ্মবেশে ছাড়া এসব ক্ষতিকর প্রোগ্রাম মূলত অ্যান্ড্রয়েড ফোনের নিয়ন্ত্রণ হাতিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি করা।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনাভাইরাস নিয়ে অনেকেই উদ্বেগে রয়েছে। তাঁরা অনলাইনে এ নিয়ে নানা তথ্য খুঁজছেন। বিভিন্ন অ্যাপে এ—সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার কথা বলা হয়। একবার যদি আপনার স্মার্টফোনে এসব ক্ষতিকর প্রোগ্রাম ইনস্টল করে ফেলেন, তবে দূরে থেকেই সাইবার দুর্বৃত্তরা ফোনের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হবে। এতে ব্যবহারকারীর ফোন কল, এসএমএস, ক্যালেন্

বঙ্গবন্ধুর আরেক খুনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। দীর্ঘদিন পালিয়ে থেকেও সাজা এড়াতে পারলেন না আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আবদুল মাজেদ, সাড়ে চার দশক আগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যায় সরাসরি অংশগ্রহণের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রোববার প্রথম প্রহরে, অর্থাৎ ১২টা ১ মিনিটে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় বলে জানান জেলার মাহবুবুল ইসলাম।১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যে ছয় আসামি পলাতক ছিলেন, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মাজেদ তাদেরই একজন।সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের আমলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য খুনিদের মত মাজেদও 'পুরস্কার হিসেবে' সরকারি চাকরিতে উঁচু পদ পেয়েছিলেন।১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরার পর বিচারের পথ খুললেও দুই দশকের বেশি সময় ভারতে পালিয়ে থেকে বিচার এড়ান মাজেদ।

অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার শেষে ২০০৯ সালের নভেম্বরে সর্বোচ্চ আদালত থেকে ১১ জনের ফাঁসির রায় আসে। তাদের মধ্যে পাঁচ আসামির মৃত্যুদণ্ড ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি কার্যকর করা হলেও মাজেদসহ ছয়জন পলাতক থাকেন।দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত ৭ এপ্রিল ভোরে ঢাকার গাবতলী বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ৭২ বছর বয়সী মাজেদকে।দীর্ঘদিন পলাতক থেকে আপিলের সুযোগ হারানো মাজেদ রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করলে তাও খারিজ হয়ে যায়।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের ভাষায়, বঙ্গবন্ধুর এই পলাতক খুনিকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি নিশ্চিত করতে পারার বিষয়টি মুজিববর্ষে জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার। এ বছরই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে বাংলাদেশ, যার সমাপ্তি ঘটবে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন মাজেদ। তখন তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন,মাজেদ শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যায় অংশগ্রহণ করেনি, সে জেলহত্যায় অংশগ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা রয়েছে। খুনের পরে জিয়াউর রহমানের নির্দেশ মোতাবেক সে বঙ্গভবন ও অন্যান্য জায়গায় কাজ করেছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর মাজেদ কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খানসহ আরো কয়েকজনের সঙ্গে রেডিও স্টেশন নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্বে ছিলেন। অন্য খুনিদের সঙ্গে দেশত্যাগের আগ পর্যন্ত বঙ্গভবনে 'বিভিন্ন দায়িত্ব' ছিল তার।পরে হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্য সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যাংকক হয়ে লিবিয়ায় চলে যান মাজেদ। সেখানে তারা ছিলেন তিন মাস। এরপর 'পুরস্কার হিসেবে' তাদের বিভিন্ন দূতাবাসে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাজেদকে পাঠানো হয় সেনেগাল দূতাবাসে।জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৮০ সালের ২৬ মার্চ আবদুল মাজেদকে বিআইডব্লিউটিসিতে চাকরি দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে উপসচিবের মর্যাদায় তিনি বিআইডব্লিউটিসিতে যোগ দেন।পরে তাকে তখনকার যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট' শাখার পরিচালক করা হয়।

এরপর দেওয়া হয় তখনকার জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের পরিচালকের দায়িত্ব।১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরার পর বিচারের পথ খোলে। মামলার পর বিচারও শুরু হয়। সে সময় আটক হওয়ার ভয়ে আত্মগোপনে যান আবদুল মাজেদ, পালিয়ে চলে যান ভারতে।গ্রেপ্তার হওয়ার পর জানা যায়, ফাঁসির রায় মাথায় নিয়ে এতদিন ভারতেই পালিয়ে ছিলেন তিনি। তবে চার মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে তার স্ত্রী ঢাকা সেনানিবাসের এক নম্বর রোডের একটি বাসায় বসবাস করে আসছেন। মাজেদকে গত ৭ এপ্রিল ভোরে গ্রেপ্তার করার পর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠান। এর পরপরই তার দণ্ড কার্যকরের আনুষ্ঠানিকতাগুলো শুরু করে সরকার। আদালত পরদিন তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করলে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে তা পড়ে শোনায়। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সময় বহু বছর আগেই পেরিয়ে যাওয়ায় আবদুল মাজেদের সামনে সেই সুযোগ ছিল না।ফাঁসির দড়ি এড়ানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে বুধবার সন্ধ্যায় তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। সেদিন রাতেই রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ তা নাকচ করে দিলে মাজেদের দণ্ড কার্যকরের বিষয়টি কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।শুক্রবার বিকালে কেরানীগঞ্জ কারাগারে গিয়ে মাজেদের সঙ্গে শেষ দেখা করেন আসেন তার স্ত্রী সালেহা বেগম। ফাঁসি কার্যকরের প্রস্তুতি নেওয়ার পর লাশ নেওয়ার জন্য শনিবার রাতে আবার তাদের কারাগারে ডাকা হয়।

এদিকে সরকারের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর শনিবার বিকাল থেকেই কারাগারের চারপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। পুলিশ কারাগার ঘিরে তিন স্তরের নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরি করে।কারা-কর্তৃপক্ষ সন্ধ্যার পর থেকেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আনুষ্ঠানিকতাগুলো এগিয়ে নিতে থাকে। কারাগারের ফাঁসির মঞ্চও প্রস্তুত করা হয়, নিয়ম অনুযায়ী তওবা পড়ানো হয় ফাঁসির আসামিকে।অতিরিক্ত আইজি প্রিজন্স, ডিআইজি প্রিজন্স, সিনিয়র জেল সুপার, ঢাকার সিভিল সার্জন, কারাগারের দুজন সহকারী সার্জন, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ওসি রাত ১১টার মধ্যে কারাগারে প্রবেশ করেন। মৃতদেহ রাখার জন্য আগেই কফিন এনে রাখা হয়।সব আনুষ্ঠানিকতা সেরে রাত ১২টা ১ মিনিটে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয় বঙ্গন্ধুর খুনি মাজেদকে। ২০১৬ সালের ১০ এপ্রিল উদ্বোধন হওয়া এ কারাগারে এটাই ছিল কোনো আসামির ফাঁসি কার্যকরের প্রথম ঘটনা।

কারাগারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাজেদের দণ্ড কার্যকরে প্রধান জল্লাদ ছিলেন শাহজাহান, যিনি ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামির ফাঁসি কার্যকর করেছিলেন।পরে কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা সাংবাদিকদের বলেন,রাত ১২টা ১ মিনিটে আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তারা মৃতদেহ ভোলায় তাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবেন, সেখানেই দাফন হবে।তবে মাজেদের চাচা শশুর আলী আক্কাস রাত পৌনে ৩টার দিকে বলেন, কারা কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ হস্তান্তর করলেও অ্যাম্বুলেন্স দেয়নি। তাদের অ্যাম্বুলেন্স পেতে সমস্যা হয়েছে।মাওয়া ফেরিঘাট বন্ধ থাকায় মাজেদকে এখন ভোলায় দাফন করা সম্ভব না। তাই আমরা মৃতদেহ সোনারগাঁও নিয়ে যাচ্ছি তার শ্বশুরবাড়িতে। সেখানেই দাফন করা হবে।মাজেদের শ্যালক শহীদুজ্জামান সকালে জানান, সোনারগাঁওয়ে মরদেহ নেওয়ার পর প্রশাসনের সহায়তায় জানাজা ও দাফন হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে জাতির জনককে যখন সপরিবারে হত্যা করা হল, বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান কেবল তার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরে। ওই বছর ১২ নভেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল হলে ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম।১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকার তখনকার জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল এ মামলার রায়ে আবদুল মাজেদসহ ১৫ জন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল হাই কোর্টের রায়ে ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকে। তাদের মধ্যে আসামি আজিজ পাশা ২০০২ সালে পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে মারা যান। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর চূড়ান্ত রায়ে হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলে পাঁচ আসামি রিভিউ আবেদন করেন।তা খারিজ হয়ে যাওয়ার পর ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আসামি সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, মহিউদ্দিন আহমদ (ল্যান্সার), এ কে বজলুল হুদা ও এ কে এম মহিউদ্দিনের (আর্টিলারি) মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে আবদুল মাজেদ ছাড়াও খন্দকার আবদুর রশিদ, এ এম রাশেদ চৌধুরী, শরিফুল হক ডালিম, এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, আবদুল মাজেদ ও রিসালদার মোসলেম উদ্দিন খান সে সময় পলাতক ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মাজেদ ধরা পড়ে ফাঁসিকাষ্ঠে গেলেও বাকিদের শাস্তি নিশ্চিত করার কাজটি বাকি রয়ে গেল।এই পাঁচ আসামির মধ্যে রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে এবং নূর চৌধুরীর কানাডায় আছেন। তাদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকারের সাড়া মেলেনি।আরেক আসামি মোসলেম উদ্দিন পাকিস্তানে আছেন বলে তথ্য ছিল ইন্টারপোলের বাংলাদেশ শাখা ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরোর (এনসিবি) কাছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হলেও পাকিস্তান কোনো জবাব দেয়নি।আর রশিদ ও ডালিম এখন কোথায় আছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য এখনও জানতে পারেনি সরকার।

পাঁচ পলাতক খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর করা হবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঁচ পলাতক খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের ফাঁসিও কার্যকর করা হবে।তিনি বলেন, আরও পাঁচ খুনি বিদেশে পলাতক রয়েছে। তাদের মধ্যে দুই জনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের হাতে রয়েছে। সেই দুই খুনিসহ পলাতক বাকী খুনিদেরও দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী রবিবার দুপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধানমন্ডির বাসায় নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে একথা বলেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সর্বশেষ গতকাল শনিবার ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। এতে জাতি আবারও কলঙ্কমুক্ত হলো। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দেশবাসীর জন্য মুজিববর্ষের উপহার।দেশের মানুষকে ঘরে অবস্থান করার জন্য আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অতীব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে বের হবেন না।এসময় নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ কর্তৃক দুঃস্থ ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে দুই হাজার প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী হস্তান্তর করেন।ত্রাণ সামগ্রির মধ্যে ছিল প্রতি প্যাকেটে ৫ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ৩ কেজি আলু, ১ লিটার তেল, ১ কেজি লবণ ও একটি সাবান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় দরিদ্রদের ঘরে ঘরে এ ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ছাড়াও বাংলাদেশ শিপার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।

করোনায় বাংলাদেশে আরও ৪ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৬ শ ছাড়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও চার জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৩৪। এ ছাড়া, নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৯ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬২১ জনে দাঁড়িয়েছে। রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৩৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৯ জনের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নতুন সংক্রমিত ১৩৯ জনের মধ্যে ৯৬ জন পুরুষ ও ৪৩ জন নারী। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিন জন সুস্থ হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৩৯ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। সুস্থ তিন জনের মধ্যে একজন পুরুষ ও দুই জন নারী। তাদের মধ্যে রয়েছেন একজন চিকিৎসক, যিনি করোনা আক্রান্ত রোগীকে সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি আরও জানান, নতুন মারা যাওয়া চার জনের মধ্যে তিন জন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী দুই জন, ৬০ বছর বয়সের মধ্যে একজন ও ৭০ বছর বয়সের মধ্যে আছেন একজন। চার জনের মধ্যে দুই জন ঢাকায় এবং দুই জন ঢাকার বাইরে মারা গেছেন।আইইডিসিআর পরিচালক জানান, দেশের মোট সংক্রমিত ৬২১ জনের মধ্যে ৫০ শতাংশ ঢাকা শহরে, ৩৫ শতাংশ ঢাকা ছাড়া ঢাকা বিভাগের বাকি জেলাগুলোতে এবং চট্টগ্রাম বিভাগে আছে ৬ শতাংশ। লক্ষ্মীপুর, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও ও ঝালকাঠি জেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। এই চার জেলায় সংক্রমিতরা গত এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে জেলাগুলোতে গিয়েছেন।বিভিন্ন জেলাতে নতুন সংক্রমিত যাদের পাওয়া যাচ্ছে, তারা ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জ থেকে সেখানে গিয়েছেন বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের বিশেষায়িত হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার ভারতফেরত ১৯ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে রাখা ১৯ ভারতফেরত বাংলাদেশিকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।রোববার জরুরি বৈঠকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্যরে উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ে হওয়া সভায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে।বৈঠক শেষে যশোরের সিভিল সার্জন ডাক্তার শেখ আবু শাহীন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ভারতে চিকিৎসা নিয়ে ফেরত আসাদের মধ্যে গুরুতর অবস্থার ১৬ জনকে গত ৮ এপ্রিল প্রথম দফায় যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তাদের সঙ্গে আরও ১৫ জন স্বজন ছিলেন।সিভিল সার্জন বলেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ ভারতফেরত বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা গুরুতর অসুস্থ এবং যশোরে যাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্ভব নয় এমন রোগীদের চিহ্নিত করে উন্নত চিকিৎসার জন্যে ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।এক্ষেত্রে রোগীরা যেতে চাইলে তাদেরকে একটি সম্মতিপত্র পূরণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

সে সময় আইসোলেশন ওয়ার্ডে থাকা দুই জন রোগীসহ মোট ১৯ জনকে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার্ড করেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ,যোগ করেন তিনি।

করোনাভাইরাসে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি করলে ক্ষমা হবে না: হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। নভেল করোনাভাইরাস সংকটের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ বিতরণে কেউ দুর্নীতি করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।রোববার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের জেলাগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন,একটা দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা চলছে। এই সময়ে মানুষকে সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা যেই খাদ্য দ্রব্য দিচ্ছি চাল বা যা আমরা দিচ্ছি সেখান থেকে কেউ যদি দুর্নীতি করার চেষ্টা করে তাহলে এটা কোনো দিন ক্ষমার যোগ্য না এবং এটা আমরা ক্ষমা করব না।তিনি বলেন,যাদের আমরা দায়িত্ব দিয়েছি তারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে এই সামান্য দুই-একটা ঘটনা আমাদের অত্যন্ত কষ্ট দেয়। এটা খুবই একটা ঘৃণ্য কাজ। কাজেই কেউ এটা করবেন না সেটাই আমি বলব। এই ধরনের দুর্নীতি আমরা কোনো দিন বরদাস্ত করব না।চুরি করলে কেউ ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ার করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে কয়েকটা এই ধরনের খবর বেরিয়েছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে দেওয়ার জন্য যে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছে, যে চাল দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে যারা দুর্নীতি করার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু ধরা পড়েছেন, আশা করি কেউ যদি এমন করেন সবাই ধরা পড়বেন। তাদের কিন্তু কোনো ক্ষমা নেই।যদি প্রয়োজন হয় সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। বিচার পরে দেখা যাবে।এই সংকট মোকাবেলায় সবাইকে আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করার নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,প্রত্যেকের একটা আন্তরিকতা থাকতে হবে। বিশেষ করে আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের আরও বেশি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে, যারা সরকারি বেতন পাচ্ছেন জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। কাজেই প্রত্যেককেই আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে চলমান লকডাউনের মধ্যে অর্থনৈতিক সংকটে পড়া সবাইকে সহযোগিতার লক্ষ্যে কাজ করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন,আমরা সকলকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। আমরা চাই যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ বন্ধ, যারা দিন আনি দিন খাই অথবা ছোটখাটো ব্যবসা করে খেতেন, তারা খুব কষ্টে আছেন। অনেকে হাত পাততে পারে, অনেকে পারে না। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সকলের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার, সবাইকে সাহায্য দেওয়ার।

বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নেওয়া নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন দেশে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,যারা করোনাভাইরাসে মারা গেছে আমি তাদের জন্য শোক জানাচ্ছি, সমবেদনা জানাচ্ছি। দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশেও এই ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে এবং যার ফলে ইতোমধ্যে ৩০ জন মারা গেছে। তবে এর থেকে বেশি আমাদের সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে গেছে। শেখ হাসিনা বলেন,একটা অদৃশ্য শক্তির মতো এই ভাইরাস আমাদের মাঝে এসেছে। এই ভাইরাসটা আজকে শুধুমাত্র একটি দেশ না সারা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই আজ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় ১ লাখ ৩ হাজারের উপরে মানুষ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বে মারা গেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে।অনেক উন্নত দেশ এটা মোকাবেলা করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। কোনো কোনো দেশে দিনে হাজারের উপর মানুষ মারা যাচ্ছে।

গত বছরের শেষ দিন চীনের উহান শহরে দেখা দেওয়া নভেল করোনাভাইরাস পরবর্তীতে সারা

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দিন: বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। নভেল করোনাভাইরাসের মহামারীর মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন সরকারি ত্রাণসামগ্রী আত্মসাৎ করছে অভিযোগ করে বিতরণের দায়িত্ব সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিএনপি।রোববার সকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলনে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এই দাবি জানান।

তিনি বলেন,করোনাভাইরাসের মতো এতো বড় মহামারির মধ্যেও ক্ষমতাসীন দলের দুর্নীতিবাজরা ত্রাণ ও স্বল্পমূল্যের চাল আত্মসাৎ করছে। ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ থাকলেও এই করোনা পরিস্থিতিতেও থেমে নেই ত্রাণের চাল চুরি। চাল চুরির ঘটনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাই বেশি জড়িত।গত নয় দিনে অন্তত দুই হাজার ২৬৪ বস্তা ত্রাণের চাল চুরির খবর দিয়ে তিনি বলেন,তাই আমরা আবারো দাবি করছি, অবিলম্বে ত্রাণের চাল বিতরণের দায়িত্ব সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে দ্রুততার সাথে ত্রাণের চাল বিতরণ করুন। তাতে হয়তো হৃতদরিদ্র, বেকার শ্রমিকারা উপকৃত হবে এবং জনগণের মধ্যে স্বস্তি আসবে।পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলায় ত্রাণসামগ্রী চুরির একটি তালিকাও তুলে ধরেন রিজভী।গত দুই সপ্তাহ ধরে পত্রিকার পাতাজুড়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের চাল চুরির খবর প্রকাশিত হলেও এই পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির খবর আমরা পাইনি। যার কারণে এই লুটেরা গোষ্ঠি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এদের লাগাম এখনই টেনে ধরুন। জাতির এই ক্রান্তিকালে যারা গরীবের হক মেরে খায় তারা দেশের শত্রু এবং মানবতার শত্রু।

রিজভী বলেন, এনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাধ্যমতো জনগণের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন শুক্রবার থেকে দেশের ৮৪টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই বিতরণ শুরু করেছে।বিদ্যুৎ খাতে সরকারের উন্নয়ন সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন তিনি বলেন,তারা (সরকার) দেশের এতো উন্নয়ন করেছে, বিদ্যুতের উন্নয়নে দেশ নাকি আলোয় ঝলোমল। অথচ এই করোনা দুযোর্গে বিদ্যুতের অভাবে কীট উৎপাদন করতে পারছে না গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।রিজভী আহমেদ বলেন,যেভাবে হু হু করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাই ডাক্তারদের সাথে বিতণ্ডা পরিহার করে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতাল, বেড, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রি নিশ্চিত করতে হবে।আমি বলতে চাই, সবচাইতে বিপদজনক পরিস্থিতিতে ডাক্তার-নার্সরা মানবতার পক্ষে কাজ করছেন। তারা হাসপাতালে যে ডিউটি দেন, সেই ডিউটি শেষ করে তারা যাতে কোথায় থাকার জায়গা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।দেশের বড় বড় যে হোটেলগুলো আছে সেই হোটেলগুলোতে যদি তাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেখানে তারা প্রয়োজনীয় যেসব পোশাক পড়েন তা জীবাণুনাশক করে কাজে যেতে পারেন। ওই পোশাক নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসলে নানাভাবে সংক্রমিত হতে পারে। বিভিন্ন হোটেলগুলোতে ডাক্তার-নার্সদের থাকার ব্যবস্থা করা দরকার এবং অন্যান্য হোটেলগুলোতে কোয়ারেন্টিনে থাকার ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের উচিত।

বাংলাদেশে প্রতিদিন বাড়ছে করোনাভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যে বাংলাদেশেও প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।প্রথমদিকে পরীক্ষার আওতা ছোট থাকলেও এখন দেশে বেশ কয়েকটি স্থানে পরীক্ষা হচ্ছে। তাই পরীক্ষাও হচ্ছে বেশি।দেশে এ পর্যন্ত ৪৮২ জনের দেহে করেনাভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৩৬ জন।

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাঠানো সংবাদে আরও অনেকের আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া অনেকের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে; এখনও ফলাফল আসেনি।নারায়ণগঞ্জ থেকে ঠাকুরগাঁও আসা তিনজনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।জেলার সিভিল সার্জন মাহফুজুর রহমান সরকার একথা জানান।তিনি বলেন, আক্রান্তদের ব

দেশে ছড়াচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ভাইরাস: সূর্যকান্ত মিশ্র

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.): করোনাভাইরাস এর পাশাপাশি দেশে ছড়াচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ভাইরাস। রবিবার এমন অভিযোগ আনলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। তার কথায় এই সংকটকালীন সময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই না করে যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হচ্ছে তা নিন্দনীয়।

নিজামুদ্দিনের জমায়েত নিয়ে যে রাজনীতি করা হচ্ছে সেই বিষয়েকে নিন্দা করে এদিন কেন্দ্রের দিকে আঙ্গুল তোলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। বলেন, 'বাইরের থেকে যারা নিজামুদ্দিনে জমায়েত করেছে তারা ভারত সরকারের থেকেই ভিসা পেয়েছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাকের ডগায় সামনে কিভাবে এই জমায়েত সম্ভব হল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। অন্যদিকে কেন্দ্রের কাছে একগুচ্ছ দাবি করেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য।

এদিন সূর্য বাবু বলেন, 'বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক আটকে পড়েছেন তাদের জন্য কেন্দ্রকে একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করার কথা বলেছিলাম। রাজ্য অবশ্য একটা হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। তবে সেই হেল্পলাইন নম্বর যথেষ্ট নয়। রাজ্য কেন্দ্রের মধ্যে আরও সময় বাড়াতে হবে'। কেরালার সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল ভিন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের নিজের রাজ্যে ফেরানোর জন্য কয়েকটি বিশেষ ট্রেন চালু করার।

এদিন ফের একবার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, 'যে সমস্ত শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে আটকে রয়েছে তাদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আলাদা করে থাকার ব্যবস্থা করুক সরকার। এখন সব স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে সেই স্কুলগুলিতে বারাজ্জের যে কমিউনিটি হল রয়েছে সেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের রেখে চিকিৎসা করা হোক।' একই সঙ্গে তিনি রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে মুমূর্ষ রোগী যারা রয়েছেন তাদের নিয়মিত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু থাকে সে বিষয়ে আবেদন করেছেন রাজ্য সরকারের কাছে। জরুরী ও বহির্বিভাগ যেন চালু থাকে এবং সেখানে আসা রোগীদের যেন নিয়মিত চিকিৎসা হয় আর ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারকে আবেদন করেছেন তিনি।

এছাড়াও কেন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি জানান, 'যেমন কর্পোরেট ঋণ মুকুব করা হচ্ছে সেই একইভাবে কৃষি ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে। কোন কৃষকের কত জমি আছে সেসব না দেখে সবাইকে সমান ভাবে সাহায্য করতে হবে সরকারের তরফে'। কেন্দ্রকে তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে একথা জানিয়ে সূর্যবাবুর মন্তব্য, 'আমরা সরকারকে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু কেন্দ্র কেউ তার দায়িত্ব পালন করতে হবে কারণ কেন্দ্রের হাতে অনেক ক্ষমতা। এখন দলমত নির্বিশেষে সকলকে লড়াই করতে হবে।'

করোনায় মৃতের সংখ্যা মহারাষ্ট্রে বেড়ে ১২৯

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার সকালে পুনের সুমন হাসপাতলে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।ফলে পুনে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১। গোটা রাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯। রবিবার রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত ১৪১। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯০১। করোনা সন্দেহে চিকিৎসা চলছে ১২৫৯ জনের। উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন সকালে মুম্বইতে ১১৩ জন, নাসিকে ১৩, নাগপুরের ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /শুভঙ্কর / কাকলি

শান্তিনিকেতন থানার মহিলা ওসি-কে ধাক্কা, গ্রেফতার বিশ্বভারতীর কর্মী

বোলপুর, ১২ এপ্রিল (হি স) : শনিবার রাতে বোলপুরের চিত্রা মোড়ে কোরোনা ভাইরাস সাজিয়ে মানুষকে সচেতন করছিলেন পুলিশকর্মীরা। সঙ্গে ছিলেন শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরি মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ, সেই সময় গাড়িতে করে আসছিলেন এক ব্যক্তি। কোথা থেকে আসছে জানতে চাওয়া হলে, কর্তব্যরত পুলিশের সাথে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়,কেন ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে বাইরে বেরিয়েছেন তিনি। তার উত্তর না দিয়ে, ওই ব্যক্তি বলেন, অনেকেই লক ডাউন মানছে না, তাদের ধরুন। এরপর বাক বিতণ্ডা বেড়ে যায়। অভিযোগ ওই ব্যক্তি মহিলা পুলিশকে ধাক্কা মারেন।

জানা গেছে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সুমন্ত পাল। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনা চক্রে ওই ধৃত ব্যক্তি বিশ্বভারতীর একজন কর্মী। এই ঘটনার সময় ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) শিবপ্রসাদ পাত্র, বোলপুরের আই সি সুমন্ত বিশ্বাস, ওসি (শান্তিনিকেতন) কস্তুরি মুখোপাধ্যায়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে করোনা রুখতে একযোগে কাজ করবে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.): করোনা রুখতে এবার একযোগে কাজ শুরু করল কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুরসভা ও স্বাস্থ্য দফতর। গতকাল নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন নিজেদের এলাকায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ও প্রশাসন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লকডাউন সবাই মানছে কিনা সেই খেয়াল রাখবেন। সেই মতই কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা এবং একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয় পুরভবনে।এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে কলকাতা পুরসভা কলকাতা পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দফতর একসাথে মিলে কাজ করতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। শহর কলকাতায় কোনও করোনা সংক্রমিত রোগের ধরা পড়লে সে ক্ষেত্রে কিভাবে কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে চূড়ান্ত রূপরেখা ঠিক হয়েছে বৈঠকে। কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ কোনও এলাকায় করোনা সংক্রমণ ধরা পড়লে এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করে দেওয়ার নোডাল অফিসার কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভা কে খবর দেবে। সেইমতো ওই এলাকায় আক্রান্তের বাড়িতে প্রয়োজন হলে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেবে পুরসভা। শুরু হবে বিশেষ নজরদারি। এমনকি আক্রান্তের পরিবারকে সরকারি কোয়ারেন্টাইন এ এবং তার সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদের হোম করেন তিনি রাখার ব্যবস্থা করবে স্বয়ং লালবাজার। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, 'শহরে কোথাও করোনা সংক্রমিত রোগী ধরা পড়লে সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির বাড়িতে ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে করবে কলকাতা পুরসভা। পাশাপাশি ওই এলাকায় প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে সেন্টার মাস্ক বিতরনের সঙ্গে সচেতনতার প্রচার করবে পুরসভার বিশেষ দল।'

নীরো বেহালা বাজায়

দুইয়ের পাতার পর

স্থায়ী ঠিকানা অর্থাৎ মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই; ওদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত বা ভরসা নেই। ওদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার আলো পাবার গ্যারান্টি নেই। ওরাও তবে এদেশের ভোটার অর্থাৎ দেশের সরকার বানাতে নির্বাচন এলে নিদেনপক্ষে ভোট প্রার্থীদের মুখের মিষ্টি হাসিটা অন্ততঃ কারো কারোর ভাগ্যে জুটে যায়। ওদের ঘরের ছেলে মেয়েরা অপুষ্টিতে ভোগে বলাই বাহুল্য আর অনেকেই শিশু শ্রমিকরূপে বিত্তশালীর গৃহে অথবা দোকানে কিংবা কারখানায় বা খামারে বেগার খাটে মানে পেটে ভাতে মজুর খাটে। এটাই নাকি ওদের ভাগ্য। আমরাও জানি , এই তো ওদের জীবন, তাই না?

খ) পাশাপাশি চিত্রটাও দেখুন। "অক্সফাম" নামে একটি প্রতিস্থানের সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে পাই তথ্য ভারতের লোকসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ মানুষের কাছে রয়েছে দেশের মোট জাতীয় সম্পদের ৫১.৫৩ শতাংশ। আর মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ লোকের কাছে রয়েছে জাতীয় সম্পদের ৭৭.৪ শতাংশ। তাই যদি হয়, হিসেব করলে দাঁড়ায় যে, ১৩০ কোটির ১০ শতাংশ অর্থাৎ মাত্র ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ভোগ করার অধিকারী জাতীয় সম্পদের ৭৭.৪ শতাংশ আর বাকী ১২৯ কোটি লোকের অধিকার থাকবে জাতীয় সম্পদের প্রায় ২৩ শতাংশ। ভোগ করার অনুপাতটা কেমন দাঁড়াল?

গ) অক্সফাম-এরই আরেকটি সমীক্ষার রিপোর্ট দেখুনঃ- ভারতে গত ২০১৮ সালে মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ ধনাঢ্য মানুষের দৈনিক আয়ছিল মাথাপিছু ২২০০ কোটি টাকা। আর অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দৈনিক মাথাপিছু আয় ২২০ টাকা মাত্র। বলা হচ্ছে, আমাদের দেশের বি পি এল-ভুক্তদের দৈনিক মাথাপিছু আয় নাকি মাত্র ২০ টাকারও নীচে।

এখানে উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাস্য হলেও বার্তাটি নিখুঁচ সত্য। (পত্রিকায় প্রকাশিত) যে, গত ১০ ই জানুয়ারিতে ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনীর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেরই উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দবাজারে একটি উগ্রবাদী জনগোষ্ঠীদের জল্লাদীপনার কারণে যারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে থানায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের খাওয়া খরচ বাবদ আমাদের এই মডেল রাজ্যের সরকারের কর্মকর্তারা বরাদ্দ করেছেন দৈনিক মাথাপিছু মাত্র ৬ টাকা। ভাবতে পারছেন তো কেমন জনগণের সরকার। কেমনইবা শ্লোগানের অথবা "মনকীবাত" কিংবা 'আইনের চোখে সবনাগরিক সামান' ঘোষণার সারমর্ম।

এখন, আমাদের দেশের গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিভূদের আরেকটি দিক তুলে ধরছি। আশা করছি এতে ব্যাপারটা বিশ্লেষ-করতে চাইলে আপনাদের সুবিধে হবে। ভারতে মোট ১৩০ কোটি লোকের মধ্যে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা কম করেও ৮/৯ কোটির কাছাকাছি হবে। এদের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। অপরদিকে সরকার অবলম্বন করে রয়েছেন—কর্মসংস্থানের সংকোচন-নীতি। প্রয়াস চালাচ্ছেন, কী করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কী করে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা যায়। শুধু তাই নয়। এতদিন রেলওয়ে, বেসরকারী বিমান-সার্ভিসস্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিচালিত হয়ে আসছে সরকারী তত্ত্বাবধীনে। আর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন ব্যাংকিং, জীবনবীমা থেকে শুরু করে সব কিছু একে একে প্রাইভেটাজাইশন করে নিতে অর্থাৎ করপোরেট মালিকানাকে আরো সহযোগিতা করে তাদের মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে। তাহলে ব্যপারটা কী দাঁড়াল? গণতন্ত্রের রোর্‌খার আড়ালে পুঁজিবাদের মনসবদারী। মুখে বলি রাম নাম আর আড়ালে পাদি আঁটি পূরাতে মনস্কাম, তাই তো? বলিহারি গণতন্ত্রে। তাই বুঝতে পারছিনে, এই ধরনের মেকি গণতান্ত্রে কোথায় লুকিয়ে আসল দেশপ্রেম।

আজ মনে পড়ছে দেশ থেকে দুর্নীর্তি তাড়াতে ময়দানে নেমেছিলেন আন্না হাজারেদী, রামদেবজীরা। আর সেই সুবাদেই গুজরাট-ঈশ্বর হয়ে এলেন দিল্লিশ্বর তথা ভারত-বিধাতা। কিন্তু, তাঁদের স্লোটিং স্লিরিট দেশে -শুনে রীতিমতই আশংকা হচ্ছে, তাঁরা কি তরী আসলেই তীরে ভেড়াতে পারবেন। না মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি হয়ে ঢাকীসহই প্রতিমা বিসর্জন হয়ে যায়। তাঁরা কোনখেলায় গ্লোকোজ খেয়ে মেতেছেন তা অসুবিধে হচ্ছে না। দেশের বিমুদ্রাকরন কৃষি-ঋণ মকুব করন, ব্যাংক থেকে অঢেল ঋণ নিয়ে ফেরারী হয়ে যাওয়া, পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়াবার ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির লাগমাহীনতার পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে করপোরেট মালিকানার শ্রীবৃদ্ধি ঘটনানো নিশ্চয়ই দেশ ও দেশবাসীর সমৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠবে না।

দেশবাসীর প্রত্যাশার মূল শিকড়ে তারা কুঠারাঘাত করেছেন। গণতন্ত্রের 'বহুজন সুখায় বহুজনহিতায় চ' এইনীতির বদলে তাঁরা চাইছেন নির্ধারিত জন সুখায় নির্ধারিতজনহিতায় চ। তাই বোধি হয়, তেলামাথায় তেল ঢালতেই তাঁরা ওস্তাদিপনা দেখাচ্ছেন। কিন্তু, তা বলে কিছু করে চলেছেন তা উদ্ভট পরিকল্পনা যা শুধু অযৌক্তিকই নয়। গভীর হতাশাব্যঞ্জক। সারাদেশেই এনআরসি হবে। দেখা গেল ১৬০০ কোটি টাকা খরচের বিনিময়ে অসম রাজে সেই এন আর সি এখন বোধ হয় সরকারের গলায়ই ফাঁস হয়ে দাঁড়াল। " ক্যা"-এর সুবাদে দেশের ভেতরে অসন্তোষ আর দেশের বাইরে তথা বিদেশে কেন্দ্রীয় সরকার নিন্দা আমদানী করে চলেছেন। এন আর সির দউলতে এযাবৎ অসমে মাথাপিছু ১৯,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। এতে নিম্নবিত্তদের রাতের ঘুম উবে গেছে। এমতাবস্থায় আবার তাঁরা ঝুঁকছেন এখন 'রামমন্দির' নির্মাণে 'ট্রাস্ট' বানাবেন--- রামমন্দির করবেনই।

মোদ্দা কথাটা হল, ব্যঞ্জন-সম্ভাষের তেল যদি কিচেনে থাকে, তবে না হয় এক আধটু মাথায় ও গায়ে মাখা যায়। যদি রান্না কুলোবার তেলই বাড়ন্ত হয় তাহলে, গায়ে তেল মাখাটা বিলাসিতারই নামান্তরমাত্র। আমাদের ভারতের প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী আর্থীক পরিস্থিতি শোচনীয়। বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি দ্রব্যমূল্যমান, ইত্যাদি ক্রমশঃ ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। এমতাবস্থায় উঁচু টাওয়ার নির্মাণ কিংবা মন্দির নির্মাণে ব্যয় করাটা বিলাসিতা নয় কী?তাই মনে পড়ল সেই ইংরেজী প্রবাদখানা 'হোয়াইল্ রোম বার্ণস্ নীরো প্লেইজ্ অন্ হিজ ভায়োলিন"। এই কি গণতন্ত্রে পরাকাষ্ঠা, এই কি দেশপ্রেম ও দেশ-নায়কত্বের মহিমা? ভাবতেই পারছিনে। তবে মনে হয়, তাই সত্যি—"এবরিবডি মাস্ট বি পেইড্ ইউথ্ হিজ ওন কয়েন"।

ঘরের কাজ আর ফোনের কথা দুটোই বেড়ে গিয়েছে লকেট চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি স) : "বছরের অন্যান্য সময়টা বাড়িতে থাকার অবকাশ হয় খুব কমই। লকডাউন সবার মত আমার কাজের রুটিনটাও বদলে দিয়েছে। নরেন্দ্রপুরে বাড়িতে এখন সময়টা বেশি কাটছে।" 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে একথা জানালেন বিজেপি সাংসদ এবং দলের মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি স্ট্যান্ডিং কমিটির ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক কমিটির সদস্য হিসাবে অতিরিক্ত কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে তাঁর।

এমনি সময় কিভাবে কাটে? লকেট এই প্রতিবেদককে জানালেন, দিল্লিতে লোকসভার অধিবেশনের জন্য মাঝে মধ্যে থাকতে হয়। সে ক্ষেত্রে সকালে উঠে সংসদে গিয়ে প্রায় সন্ধ্যা অবধি থাকা ও অন্যান্য কাজ সব মিলিয়ে ব্যস্ততায় কাটে। কলকাতাতেও প্রতিদিনই অনেক কাজ থাকে। আমার সংসদীয় কেন্দ্র হুগলিতে যেতে হয়। রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় একটা-দেড়টা হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বরের ছেলেবেলা কাটানো লকেট ভারতনাট্যম, কথাকলি, মনিপুরী বিভিন্ন ধরনের নাচে পারদর্শী। ক্লাস এইট থেকে নাচ শিখেছেন মমতাশঙ্করের নৃত্যগোষ্ঠীতে। স্কুল ছিল দক্ষিণেশ্বর সারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়। এর পর যোগমায়া দেবী কলেজ। ২০০২- তে সিনেমায় নামা। 'একটু ছোঁয়া' দিয়ে শুরু। প্রায় এক যুগ টানা বিভিন্ন রকম ছবিতে অভিনয় করেছেন। রাজনীতির শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে। কিন্তু ২০১৫-তে সেই গাঁটছড়া ভেঙে যোগ দেন বিজেপিতে।

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হন। কিন্তু হেরে যান তৃণমূল প্রার্থীর কাছে। ২০১৭-তে বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর দায়িত্ব নেন। গত লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেবল এ রাজ্যের নয়, গোটা দেশের অন্যতম মর্যাদার লড়াইয়ের কেন্দ্র ছিল। কেবল লাগাতার প্রচার নয়, কোমরে আঁচল বেঁধে ভোট চলাকালীন রীতিমত দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ভোটকেন্দ্রগুলোতে। রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে টক্কর দিয়েছেন সমানে সমানে। ছোটপর্দায় প্রচারিত হতে হতে সেই সব দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়। শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইয়ে জিতেছেন।

এখন দিনলিপি কতটা বদলিয়েছে? সকালে উঠি আটটা নাগাদ। কাজের লোক আসছে না। বাড়ির কাজ অনেকটাই বেড়েছে। বাড়ির সদস্য সংখ্যা বলতে দু'জন আমি নিজে আর স্বামী প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য। ছেলের নাম প্রেম, দিল্লিতে এমবিএ পড়ছে। মাস্ক তৈরির কাজ দেখাশোনা, ত্রাণ বন্টন প্রভৃতির জন্য মাঝেমধ্যে বার হতে হচ্ছে। এই তো শনিবারও বার হতে হয়েছে। কিন্তু এ সবের চেয়েও এই মুহূর্তে বড় চিন্তা বিশ্বময় অন্য লড়াই নিয়ে।

পার্ক সার্কাসের নার্সিংহোমে ভর্তি এক রোগী করোনা পজিটিভ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.): পার্ক সার্কাসে এক নার্সিংহোমে ভর্তি এক রোগীর করোনা পজিটিভ ধরা পরল। ওই ব্যক্তিকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। গতকাল রাতে তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে এপোলো হাসপাতাল থেকে।

পার্কসার্কাসের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে বছর আশির ওই প্রৌঢ়কে বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয় হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে। তাকে রাখা হয় আইসিসিইউতে। এরপর ধীরে ধীরে তার করোনা উপসর্গগুলি দেখা দিলে এক চিকিৎসক শনিবার রাতে তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠায় অ্যাপোলো হাসপাতালে। গতকাল রাতেই তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। তড়িঘড়ি ওই রোগীকে পাঠানো হয় এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। এর পরেই ওই আইসিসিইউ ওয়ার্ডে থাকা বাকি চারজন রোগীকে ওই নার্সিংহোমের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেওয়া হয় ওই আইসিসি ওয়ার্ড একইসঙ্গে জীবাণুমুক্ত করার কাজ চলে সেই ওয়ার্ডের। পাশাপাশি ওই প্রৌঢ়কে চিকিৎসা করেছিলেন এমন তিনজন ডাক্তার ও ৫ জন নার্স সহ মোট ৮ জনকে কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যা

পাচের পাতার পর

সংগ্রহ করা হয়। পরে আইইডিসিআর থেকে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার শরীফপুর ইউনিয়নের করোনাভাইরাস সন্দেহে এক নারীকে (৫০) সিলেট শহীদ সামছু উদ্দিন হাসপাতালের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।সিভিল সার্জন তাওহীদ আহমদ চৌধুরী শনিবার একথা জানান।অপরদিকে, একই ইউনিয়নের চাতলাপুর চা বাগানের চৌচল্লিশ পাট্টা এলাকার এক যুবকের জ্বর-শর্দি থাকায় তাকে তার বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়েছে বলে জানান কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরহাদ আলম চৌধুরী।

নরসিংদীতে নতুন করে আরও একজনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এনিয়ে জেলায় মোট ৪ জন করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছে।শনিবার নরসিংদী সিভিল সার্জন ইব্রাহিম টিটন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান, রায়পুরার শাহপুর গ্রামের ও পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের ইসলামপাড়া এলাকার দুই জনই নারায়ণগঞ্জে চাকরি করতেন।নীলফামারীর ডিমলায় গাজীপুরফেরত ১৮ বছর বয়সী এক যুবক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাজিপুরের একটি পোশাক কারখানার নিরাপত্তা কর্মীর কাজে ছিলেন।তার বাড়ি ডিমলা উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ সুন্দরখাতা খোকসারঘাট গ্রামে। এঘটনায় ওই এলাকার ১৪টি বাড়ি লকডাউন করেছে উপজেলা প্রশাসন।এর আগে জেলার কিশোরগঞ্জ ও সৈয়দপুর উপজেলায় দুই জন করোনাভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়।এ নিয়ে নীলফামারী জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা তিনে পৌঁছল বলে জানান সিভিল সার্জন রনজিৎ কুমার বর্মন।শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অ্যাম্বুলেন্স চালকের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ায় চিকিৎসকসহ ২৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।শনিবার দুপুরের শেরপুরের সিভিল সার্জন একেএম আনওয়ারুর রউফ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আসাদুজ্জামান জানান, করোনাভাইরাস সন্দেহে গত বুধবার অ্যাম্বুলেন্স চালকের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা পরীক্ষায় ওই চালকের শরীরে করোনা ভাইরাস পজিটিভ বলে নিশ্চিত করা হয়।তাই অ্যাম্বুলেন্স চালকের সংস্পর্শে আসা ইউএইচএফপিও এক জন, ডেন্টাল সার্জন একজন, চিকিৎসক ছয় জন, চিকিৎসক সহকারী দুই জন, ফার্মাসিস্ট দুই জন, ওর্য়াডবয় এক জন, স্যানেটারি ইন্সেপেক্টর একজন, হেলথ ইন্সেপেক্টর এক জন, সহকারী হেলথ ইন্সেপেক্টর চার জন, স্বাস্থ্য পরির্দশক এক জন, অফিস সহকারী তিন জন ও সিএইচসিপি এক জনসহ মোট ২৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় 'লকডাউনে' থাকা গাইবান্ধায় খাবারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে দিনমজুররা।শনিবার বেলা ১১টায় গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের পশ্চিম পিয়ারাপুর ফাঁরাজ খাঁর বাজার এলাকায় বোয়ালী-পিয়ারাপুর সড়কে শতাধিক দিন এনে দিন খাওয়া এসব মানুষ খাবারের দাবিতে রাস্তায় মানববন্ধন করে।মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সরকারের যে কোন সহায়তা পেতে ইউপি চেয়ারম্যান

লারার দুই বিশ্বরেকর্ডের দুই স্বাক্ষী ও একজন ফ্রেজার

বিশ্বরেকর্ড গড়া ইনিংসের ১০ বছর পর আবার রেকর্ড গড়া, ক্রিকেটীয় বাস্তবতায় এক মহাবিস্ময়। সেই প্রায় অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন ব্রায়ান লারা। তার ৩৭৫ ও ৪০০ রানের ইনিংস দুটি নিয়ে চর্চা হয় আজও, হতে থাকবে হয়তো যুগে যুগে। তবে মাঠে থেকে যারা ইতিহাসগড়া দুটি মুহূর্তের স্বাক্ষী, তাদের নিয়েও তো একটু আলোচনা দাবি রাখে!

মাঠে থেকে লারার দুটি মহাকীর্তিই দেখেছিলেন গ্রাহাম থর্প ও ড্যারেল হেয়ার। দুজনের ভূমিকা যদিও ছিল ভিন্ন।

স্বাক্ষী হিসেবে আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে অ্যাঙ্গাস ফ্রেজারের নামটিও। তিনিও দুবারই ছিলেন মাঠে। তবে ১০ বছর আগে-পরে বদলে গিয়েছিল তার ভূমিকা।

২০০৪ সালের ১২ এপ্রিল নিজের হারানো বিশ্বরেকর্ড পুনরুদ্ধার করেছিলেন লারা। রেকর্ড গড়া ও পুনরুদ্ধার, দুবারই তার প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড।

১৯৯৪ সালের এপ্রিলে খেলেছিলেন ৩৭৫ রানের ইনিংস। স্যার গ্যারি সোবার্সের ৩৬৫ রানের রেকর্ড অবশেষে পেছনে পড়ে যায় ৩৬ বছর পর।

লারার ৩৭৫ রানের রেকর্ড টিকে ছিল সাড়ে ৯ বছর। ২০০৩ সালের অক্টোবরে সেটি টপকে যান ম্যাথু হেইডেন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পার্থে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার খেলেন ৩৮০ রানের ইনিংস।

নিশ্চিতভাবেই লারার অহমে লেগেছিল তা। ৬ মাস পরই পুনরুদ্ধার করেন রেকর্ড। এবার শুধু হেইডেনকে টপকে যাওয়াই নয়, টেস্ট ক্রিকেটকে উপহার দেন প্রথম 'কোয়াড্রপল সেঞ্চুরি', অপরাজিত ৪০০।

কাকতালীয়ভাবে ভেন্যুও ছিল একই। দুবারই অ্যান্টিগার রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডে লারা সাজিয়েছিলেন বিনোদনের পসরা। তবে গ্রাহাম থর্পের খুব বেশি বিনোদন পাওয়ার কথা নয়। দুবারই যে তিনি প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলেন মাঠে!

দুই দল মিলিয়েই, ক্রিকেটার হিসেবে লারার দুই রেকর্ডগড়া ইনিংসের স্বাক্ষী কেবল ইংলিশ ব্যাটসম্যান থর্প। ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলা থর্প নিজে অবশ্য দুই ম্যাচে করতে পারেননি তেমন কিছুই। ১৯৯৪ সালের ম্যাচটিতে একমাত্র ইনিংসে করেছিলেন ৯ রান। ২০০৪ সালে প্রথম ইনিংসে ১০, দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ২৩।

ড্যারেল হেয়ারের দুটি ইনিংসেরই স্বাক্ষী হওয়াটা বড় এক কাকতাল। দুই ম্যাচেই তিনি ছিলেন আম্পায়ার! ১৯৯৪ সালে আম্পায়ার হিসেবে তার সঙ্গী ছিলেন স্টিভ বাকনর, ২০০৪ সালে আলিম দার।

মুত্তিয়া মুরালিধরনকে চাকিংয়ের জন্য 'নো' বল ডাকা, পাকিস্তান-ইংল্যান্ড টেস্টে বল টেম্পারিংসহ ক্যারিয়ারজুড়ে নানা বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন হেয়ার। তবে ৭৮ টেস্টের আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারে অন্তত লারার ওই দুই টেস্ট পরিচালনার কারণে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতেই পারেন এই অস্ট্রেলিয়ান।

মাঠে থাকা তৃতীয় স্বাক্ষীর ঘটনা একটু বিচিত্র। অ্যাঙ্গাস ফ্রেজার দুবার ছিলেন ভিন্ন দুই ভূমিকায়। একবার খেলেছেন, আরেকবার লিখেছেন!

১৯৯৪ সালে লারার রেকর্ড তৃষ্ণার একজন ভুক্তভুগি ছিলেন ফ্রেজার। ৪৩ ওভার বোলিং করে এই পেসার ১২১ রানে নিতে পেরেছিলেন ২ উইকেট।

২০০৪ সালেও তিনি ছিলেন মাঠে, তবে এবার যন্ত্রণা ছিল কম। তিনি যে ছিলেন প্রেসবক্সে! ৪৬ টেস্ট ও ৪২ ওয়ানডে খেলা পেসার খেলোয়াড়ী জীবন শেষে নাম লিখিয়েছিলেন সাংবাদিকতায়, ওই ম্যাচ কাভার করছিলেন 'ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট'-এর ক্রিকেট প্রতিনিধি হিসেবে।

দুই দেশের সংবাদকর্মীদের মধ্যে আরও কয়েকজন অবশ্য কাভার করেছিলে দুটি ম্যাচই। তবে ফ্রেজার যে আলাদা, সেটি তো বলার অপেক্ষা রাখে না!

ফ্রেজারকে স্বাক্ষী হিসেবে বিবেচনায় নিলে অবশ্য আরও দুইজনের কথাও বলতে হয়। দুই ম্যাচের একাদশে না থাকলেও তারা ছিলেন মাঠেই। শিবনারায়ণ চন্দরপল ও নাসের হুসেইন।

১৯৯৪ সালের ম্যাচটিতে রেকর্ড ছোঁয়ার সময় লারার সঙ্গী ছিলেন চন্দরপল। ২১৯ রানের জুটি গড়েছিলেন দুজন। চন্দরপল অপরাজিত ছিলেন ৭৫ রানে। ২০০৪ সালের সিরিজেও প্রথম তিন ম্যাচে খেলেছিলেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। কিন্তু শেষ টেস্টের একাদশে জায়গা পাননি। সেবার তাই ড্রেসিং রুম থেকেই দেখতে হয়েছিল রেকর্ড।

হুসেইনের অভিজ্ঞতাও একই, তবে সময়টা উল্টো। ১৯৯৪ সালে তিনি ছিলেন ড্রেসিং রুমে, ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে থাকলেও সুযোগ পাননি একাদশে। ২০০৪ সালে তিনি ছিলেন মাঠের ভেতরেই। প্রথম ইনিংসে ৩ রানে ফিরে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ৫৬।

এই হলো লারার দুই কীর্তির স্বাক্ষীদের গল্প। ও হ্যাঁ, দুই ম্যাচেই দর্শক হিসেবে কতজন গ্যালারিতে ছিলেন, সেই সংখ্যা জানা নেই কারও। তাদেরও নিশ্চয়ই আছে অনেক গল্প!

রুট ভেবেছিলেন এই বুঝি শেষ!

ঘরের মাঠে সিরিজ, ১-০ তে পিছিয়ে দল। সিরিজ হারের চোখরাঙানির সামনে খেলতে নেমে একশর নীচে অলআউট! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সিরিজ হারার শঙ্কা তো ছিলই, গত অ্যাশেজের হেডিংলি টেস্টে আরেকটি ভয়ও পেয়ে বসেছিল জো রুটকে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক ভাবছিলেন, এবার না নেতৃত্ব থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়!

২০১৯ অ্যাশেজের ওই টেস্টে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭৯ রানে থামিয়ে ফেলেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু নিজেরা ব্যাটিংয়ে নেমে গুটিয়ে যায় ৬৭ রানেই! রুট ভেবেছিলেন, তার নেতৃত্বের অধ্যায়ের ইতি এই হলো বলে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও খুব বড় স্কোর গড়তে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসের ব্যবধানের কারণে লক্ষ্যটা তার পরও ইংলিশদের জন্য ছিল কঠিন। শেষ ইনিংসে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য একরকম আকাশছোঁয়ার মতোই। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১৫ রানের মধ্যেই ২ ওপেনারকে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু আবারও দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক বেন স্টোকস। তার ব্যাট থেকে আসে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ইনিংস। শেষ উইকেটে ৭৬ রানের অভাবনীয় এক জুটি জিতিয়ে দেয় ইংল্যান্ডকে। রুটের মন থেকেও দূর হয় শঙ্কার মেঘ। ক্রিকেটবিহীন এই সময়ে রুট স্বস্তি নিয়েই পেছন ফিরে তাকাতে পারছেন ওই ম্যাচে। স্কাই স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে সতীর্থ ক্রিস ওকসের সঙ্গে আলাপচারিতায় রোমন্থন করেছেন সেই টেস্টের স্মৃতি।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড যখন ম্যাচটি জিতে গেল, রুট স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন উচ্ছ্বসিত। নিজের ঘরের মাঠ বলে তো বটেই, যে পরিস্থিতিতে জয়টি এসেছিল, সব মিলিয়েই ম্যাচটি তার কাছে স্মরণীয়।

"হ্যাঁ (মনে রাখার মতো জয়), বিশেষ করে ম্যাচটি যেভাবে এগিয়েছিল। দুই দিন আগে আমরা অলআউট হয়েছিলাম যাটের আশেপাশে। আমার তখন মনে হচ্ছিল, এই ম্যাচের পরই আমাকে নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত করা হবে। কিন্তু এরপর ম্যাচটি যেভাবে ওই দিকে মোড় নিল, এটা ছিল অবিশ্বাস্য।""মাঠে দর্শক, হইচই এমন ছিল, টেস্ট ক্রিকেটে অমন অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক দিন হয়নি। পারিপার্শ্বিকতা যখন ওইরকম ছিল এবং বেন যেসব শট খেলছিল, নিজেই নিজেকে চিমটি কাটছিলাম (যে সত্যি কিনা)। মনে পড়ে, খেলা শেষে মাঠে বেনের কাছে যখন গিয়েছিলাম, যত সংখ্যক মানুষ জুতা, প্লাস্টিক গ্লাস, এসব বাতাসে ছুঁড়ে মারছিল, সত্যিই ছিল অবিশ্বাস্য। " স্টোকসের জন্য মঞ্চ তৈরি করার বড় কাজটি অবশ্য করেছিলেন রুটই। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক খেলেছিলেন ৭৭ রানের ধৈর্যশীল এক ইনিংস।ইংল্যান্ড পরে সিরিজ জিততে না পারলেও ড্র করেছিল। টিকে গেছে রুটের নেতৃত্বও।

২০২১ সালে অলিম্পিক হবে, নিশ্চয়তা নেই

লন্ডন।। ছয় মাস আগেও কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল, ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিক হবে ২০২১ সালে?

করেনাভাইরাস সবকিছু উলোটপালট করে দিয়েছে। দেশে দেশে বন্ধ হয়ে গেছে খেলাধুলা। পিছিয়ে দিতে হয়েছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' খ্যাত অলিম্পিকও। যেটি এ বছর ২৪ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল, সেটি হবে আগামী বছর ২৩ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট। কিন্তু ২০২১ সালেই যে অলিম্পিক হতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কী?

এমন প্রশ্ন আর কারও নয়, টোকিও অলিম্পিকের আয়োজক কমিটির সিইও তোশিরো মুতোর। আগামী বছর জুলাইয়ে অলিম্পিক শুরু করতে হলে তার অনেক আগেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে হবে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি যেভাবে দেশে দেশে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, তাতে কেবল সময়ই বলতে পারে, বিশ্ব কখন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এক ভিডিও কনফারেন্সে আজ তাই মুতো বললেন, 'আগামী জুলাইর মধ্যেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে, বুকে হাত রেখে এটা কেউ বলতে পারে বলে আমার মনে হয় না। স্পষ্ট করে একটা উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থানে নেই আমরা।'

স্পেন, ইতালি কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভয়াবহ না হলেও করোনার থাবা থেকে রক্ষা পায়নি জাপান। দেশটিতে ৫ হাজারের মতো মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১০০ জন। বৈশ্বিক এই করোনা সমস্যার সমাধান কবে হবে সেটা কেবল সময়ই বলতে পারে। তবে ২০২১ সালেও অলিম্পিক আয়োজন করা সম্ভব না হলে এই মুহূতে বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছেন না মুতো। তাঁর আশা, করোনাভাইরাসের বিপক্ষে মানবতার জয় হবেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যানে ঠিকই আবিস্কার হয়ে যাবে করোনাভাইরাসের কাযকরী ওষুধ ও ভ্যাকসিন।

লকডাউনে তরুণদের কোচিং করাচ্ছেন ধোনি—অশ্বিন

লন্ডন।। নিজেদের অ্যাকাডেমির মাধ্যমে তরুণ ক্রিকেটারদের অনলাইনে কোচিং করাচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন।লকডাউনে অবরুদ্ধ পৃথিবী। বন্ধ হয়ে আছে সব খেলা। মাঠে নামা তো দুরের কথা, ঘরের বাইরে যাওয়াই মানা বেশিরভাগ দেশে। অধুত এক সময় কাটছে খেলোয়াড়দের। খেলাহীন এমন জীবন তো চাননি কেউই।

সময়টা অনেকে অনেকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। কেউ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সাহায্যে নেমেছেন। কেউ নিজেই ব্যস্ত ফিটনেস অনুশীলনে। বসে নেই ভারতীয় ক্রিকেটেরদুই তারকা মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনও। গৃহবন্দী থেকেই তরুণ ক্রিকেটারদের সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা, করাচ্ছেন অনলাইন কোচিং।

ধোনি ও অশ্বিন দুজনেরই দুটি ক্রিকেট একাডেমি আছে। আর সেই দুটি অ্যাকাডেমি মিলে কাজ করছে ক্রিকেটর নামে একটি অ্যাপের মাধ্যমে। সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক ধোনি অবশ্য নিজে ক্লাস নিচ্ছেন না। তবে তাঁর একাডেমি থেকে নিয়মিত শিক্ষনীয় সব ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে অ্যাপে। কিশোর ও তরুণ ক্রিকেটারদের বলা হচ্ছে সেই ভিডিও দেখে অনুশীলন করতে। অনুশীলন শেষে নিজেদের ভিডিও আপলোড করছে তারা।

সেই ভিডিও দেখে একাডেমির কোচেরা জুনিয়র ক্রিকেটারদের ভুল শুধরে দিচ্ছেন।পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়ে ধোনি একাডেমির প্রধান কোচ সত্রজিৎ লাহিরি বলেছেন, 'তরুণ ক্রিকেটারদের তাদের ভিডিও আপলোড করতে হয়, যাতে আমরা তাদের কাজ দেখতে পারি। সেই অনুযায়ী আমরা মতামত দিয়ে থাকি।'অশ্বিন আরেকটু বেশি জড়িয়েছেন। নিজেই ক্লাস নিচ্ছেন। সেই ভিডিও টিউটোরিয়াল আপলোড করছে তার একাডেমি। পাশাপাশি ফিটনেস নিয়েও অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন অশ্বিন। একাডেমির কোচদের দাবি, প্রতিদিন ১০ হাজারের বেশি দেখা হচ্ছে এই ভিডিওগুলো। তার মানে ভালোই সাড়া মিলেছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মৌসুম শেষ করা অসম্ভব

অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে ফুটবল লিগগুলোর ভাগ্য। শঙ্কা জেগেছে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মৌসুম নিয়েও। বায়ার্ন মিউনিখের ডিফেন্ডার লুকাস এর্নান্দেসের মতে, এই সময়ের মধ্যে ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতাটি শেষ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ। বন্ধ আছে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের ফুটবলসহ সব ধরনের ক্রীড়া ইভেন্ট।

গত সপ্তাহে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার (উয়েফা) প্রধান আলেকসান্দের চেফেরিন বলেছিলেন, জুলাই-অগাস্টের দিকে প্রয়োজনে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতা দুটি চালু করা হবে। তবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শুরু করতে না পারলে টুর্নামেন্টগুলো বাতিল হওয়ার শঙ্কাও প্রকাশ করেন তিনি।

জুলাই-অগাস্টের মধ্যে ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলো শেষ করার তাড়াও আছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় একই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল রাউন্ডের ম্যাচ আয়োজন অসম্ভব বলে মনে করছেন এর্নান্দেস।

"সবগুলো প্রতিযোগিতা শেষ করা কঠিন হবেবাস্তববাদী হতে হবে। আমি মনে করি, এই সময়ের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করা অসম্ভব হবে। বিশেষ করে যদি আমরা ঘরোয়া লিগগুলো শেষ করায় গুরুত্ব দেই।" ইতোমধ্যে বুন্ডেসলিগার ক্লাবগুলো অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। তবে কঠিন নিয়মের মধ্যে খেলোয়াড়রা অনুশীলন করছেন।

সাফল্যের জন্য এখন 'আরও মরিয়া' পগবা

চোটের কারণে লম্বা সময় ধরে আছেন মাঠের বাইরে। প্রিয় খেলা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারটাই সাফল্যের জন্য 'আরও মরিয়া করে তুলেছে' পল পগবাকে। কোভিড-১৯ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই মিডফিল্ডার।

গত সেপ্টেম্বরের পর থেকে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছেন পগবা, দুইবারই বদলি হিসেবে। ডিসেম্বরের পর থেকে পুরোপুরি মাঠের বাইরে। জানুয়ারিতে তার পায়ে হয়েছিল অস্ত্রোপচার। দুঃসময় কাটিয়ে এখন ফেরার অপেক্ষায় ২৭ বছর বয়সী এই তারকা।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কঠিন সময়ের কথা জানান বিশ্বকাপজয়ী এই ফরাসি ফুটবলার।

'আমি প্রায় সেরে উঠেছি। এখন কেবল দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফেরার কথা ভাবছি।'

'আমার ক্যারিয়ারে আগে এমন কিছু কখনও হয়নি। আমি তাই এটাকে সবসময় ভালোভাবে নিই। বিষয়টা আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে ও ভালো করতে আরও ক্ষুধার্ত করে তোলে।'

করোনাভাইরাসের কারণে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ অন্তত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। এরপরও অবশ্য শুরু হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পরিস্থিতি অনুকূলে আসলেই কেবল ফুটবল মাঠে ফিরবে বলে জানানো হয়েছে।

না ফেরার দেশে বিশ্বকাপজয়ী ইংলিশ ফুটবলার বানেটি

চেলসি ও ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার পিটার বানেটি মারা গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই গোলরক্ষক।

প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি রোববার এক বিবৃতিতে খবরটি জানায়। বানেটির বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে চেলসির 'গোলকিপিং সুপারস্টার' হিসেবে পরিচিত ছিলেন বানেটি। দলটির হয়ে দুই মেয়াদে তিনি খেলেন ৭২৯ ম্যাচ, ক্লাবটির হয়ে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড।

চেলসির জার্সিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ 'ক্লিন শিট' রাখার রেকর্ডটি দীর্ঘদিন ছিল তার দখলে। অবশেষে ২০১৪ সালে তাকে ছাড়িয়ে যান চেক রিপাবলিকের পিয়েতর চেক।

'ব্লুজ' নামে পরিচিত দলটির হয়ে তিনি একবার করে জেতেন লিগ কাপ, এফএ কাপ ও ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপ। প্রায় তিন দশকের ক্যারিয়ারে চেলসি ছাড়া আরও কয়েকটি ক্লাবে খেলেন তিনি।

'দা ক্যাট' নামে পরিচিত বানেটি ইংল্যান্ডের ১৯৬৬ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। যদিও টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি।

১৯৭০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলেছিলেন তিনি; তখনকার পশ্চিম জার্মানির বিপক্ষে হেরেছিল ইংল্যান্ড। সব মিলিয়ে জাতীয় দলের হয়ে তিনি খেলেছিলেন সাত ম্যাচ।

টেইলরদের হতাশা ও কষ্ট বাড়ানো বিরতি

আইসিসির পূর্ণ সদস্য হলেও অন্য দেশগুলোর মতো নিয়মিত খেলার সুযোগ পায় না জিম্বাবুয়ে। তবে এবারের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন; বছর জুড়ে তাদের ছিল ব্যস্ত সূচি। কিন্তু করোনাভাইরাসের ছোবলে থমকে গেছে ক্রিকেট। জিম্বাবুয়ের জন্য যা ভীষণ হতাশার বলে মনে করেন দেশটির অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান ব্রেন্ডন টেইলর।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটে এমনিতেই আছে নানা সমস্যা। মাঝে বোর্ড পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপে নিষিদ্ধও হতে হয়েছিল তাদের। এই বছর যদিও পাল্টাতে শুরু করেছিল চিত্র।

জিম্বাবুয়ে ২০২০ সাল শুরু করেছিল দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে। এরপর তারা বাংলাদেশ সফরে খেলে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ। এ মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার কথা ছিল ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ, করোনাভাইরাসের প্রভাবে স্থগিত হয়ে গেছে সেটি। সামনে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজ নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব পড়েছে পুরো বিশ্বের প্রায় সব ধরনের খেলার ওপরই। তবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ক্ষতি তুলনামূলক অনেক বেশি, দেশটির সাপ্তাহিক 'দা স্ট্যান্ডার্ড'-কে এমনটাই বলেছেন টেইলর।

"ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এই বিরতি আমাদের কোনো উপকারে আসছে না। আমরা এমন একটি দল, যাদের এখন নিয়মিত ক্রিকেট খেলা উচিত। আমরা কখনোই যথেষ্ট ক্রিকেট খেলতে পারি না। এই বছর আমাদের আন্তর্জাতিক সূচি ছিল ঠাসা, কিন্তু এখন এই মহামারীতে সব ভেস্তে যেতে বসেছে।

রাত পোহালেই পয়লা বৈশাখ। তাই বাজারে হাজির হালখাতা নিয়ে ব্যবসায়ীরা। ছবি- নিজস্ব।

করোনার থাবা তাজ হোটেলে, আক্রান্ত ছয় কর্মী

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি. স.): বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের বিশ্বখ্যাত তাজ হোটেলের ছয় কর্মীর শরীরে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্তদের প্রত্যেককেই বোম্বে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। মারণ এই ব্যাধি থেকে রেহাই পেলেন না তাজ হোটেলের কর্মচারীরাও। শনিবার হঠাৎ এই হোটেলের একাধিক কর্মীদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ওদিন গভীর রাতে দ্রুত হোটেলের প্রায় ৫০০ কর্মীকে বোম্বে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এর মধ্যে ছয় জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই সকল কর্মীদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদেরও কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। ওই হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: গৌতম বনশালি জানিয়েছেন, তাজ হোটেলের ছয় কর্মী চিকিৎসা চলছে। লালারসের পরীক্ষার পর তাদের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে তাদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে মুম্বইয়ে করোনা আক্রান্ত হওয়া ১১০০ - র বেশি রোগীর চিকিৎসা চলছে।

বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ১৭ লক্ষ

ওয়াশিংটন, ১২ এপ্রিল (হি. স.): বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ছাড়াল। রবিবার সকালে এমনই তথ্য তুলে ধরেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিং বিশ্ববিদ্যালয়। মার্কিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,৭৬,১৫৭। গোটা বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,০৮,৮০৪। মারণ এই ব্যাধিতে সব থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে মৃতের সংখ্যা ২০,০০০। তারপরেই রয়েছে ইতালি। সেখানে মৃত ১৯, ৪৬৮।আক্রান্তের নিরিখেও এগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫, ২৭,১১১। স্পেন ও ইতালিতে যথাক্রমে ১,৬১,৮৫২ ও ১,৫২, ২৭১। অন্যদিকে ফ্রান্স ও জার্মানিতে আক্রান্ত হয়েছে ১, ৩০,৭২৭ ও ১,২৫,৪৫২। সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত ৪,০২, ৯০৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে গোটা বিশ্বে।

বড়জলা বিধানসভা এলাকায় কাউকে অনাহারে থাকতে দেওয়া হবে না জানালেন স্থানীয় বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। বড়জলা বিধানসভা এলাকায় কাউকে অনাহারে থাকতে দেওয়া হবে না। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন দলীয় কর্মীরা। যেখানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেখানেই খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বড়জলায় একথা বলেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। বড়জলা বিধানসভা এলাকায় গরিব মানুষের মধ্যে ত্রাণ বণ্টনে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন সংস্থা। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এলাকার ১৫০ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বণ্টনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এলাকার বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস ত্রাণ সামগ্রী গরিব পরিবারগুলির হাতে তুলে দেন। খেজুরবাগানে সত্তরটি গরিব পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বড়জলার আরও ৮০টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, বিভিন্ন সংস্থা গরিবদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসছে। সরকার এবং দলের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দলীয় নেতাকর্মীরা প্রতিটি বুথ এলাকায় ঘুরে মানুষের খোঁজখবর রাখছেন। যাদের ঘরে খাবারের সমস্যা রয়েছে ওইসব পরিবার চিহ্নিত করে খাবার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস একটি অদৃশ্য শক্তি। তার চরিত্র আমাদের জানা নেই। এজন্য ভীড় না জমানো এবং নিয়ম অনুযায়ী থাকায় একমাত্র উপায়। জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে হলে মাস্ক পরে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রত্যেককে স্থানীয়ভাবে তৈরি মাস্ক কিংবা গামছা ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী এবং স্থানীয় ক্লাবগুলিকে গরিবদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারের একার প্রচেষ্টায় বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করল আহমেদাবাদ পৌরনিগম

আহমেদবাদ, ১২ এপ্রিল (হি. স.): বাড়ি থেকে বের হলেই পরতে হবে মাস্ক। এমনি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে আহমেদাবাদ পৌরনিগমের তরফ থেকে। এই নির্দেশিকা না মানলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা।

১৩ এপ্রিল সকাল ছয়টা থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। শহরের সার্বজনীন এলাকাগুলিতে মাস্ক পরাটা বাধ্যতামূলক বলে জানা গিয়েছে। মাস্ক না পরে বেরোলে নেওয়া হবে কঠোর পদক্ষেপ।অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি জরিমানা না দিতে পারে। তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। এদিন শহরের পৌরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৩। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আহমেদাবাদ শহরে মারণ এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৩। শহরে এখনও পর্যন্ত ৫৩৮৯ জনের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পুরনো আহমেদাবাদ এলাকাকে বাফার জোন হিসেবে ঘোষণা করার পর সেখানে গত ২৪ ঘন্টায় থার্মাল গান দিয়ে ২৪ হাজার মানুষের পরীক্ষা করা হয়েছে. যার মধ্যে ৫৬ জন সন্দেহভাজনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বর্তমানে আহমেদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিটি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা করা উচিত।

নববর্ষে ভক্ত শূন্য তারাপীঠ সহ অন্যান্য পীঠস্থান, নতুন বছরে মন্দিরে জমায়েত রুখতে তৎপর পুলিশ

সিউড়ি, ১২ এপ্রিল(হি. স.) : করোনা ভাইরাস এর ছেড়ে গোটা দেশজুড়ে লকডাউন এর ফলে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ জনজীবন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বন্ধ রাখা হচ্ছে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সব রকমের জমায়েত কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি। যার মধ্যে রয়েছে মন্দির মসজিদ গির্জা থেকে শুরু করে যেকোন পারিবারিক অনুষ্ঠান। লকডাউন শুরুর সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা ছিল হয়তো নববর্ষে রাস্তায় বেরিয়ে সামাজিক গুরুত্ব কমে যাবে আম জনতার মধ্যে। কিন্তু করোনাভাইরাস যেভাবে একের পর এক দিন নিজের থাবা ভারতের বুকে বসে যাচ্ছে তাতে এখনই লকডাউন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত তো দূরে থাক বরং লকডাউন বাড়িয়ে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কারণ মানুষের উৎসব আনন্দের থেকে প্রাণের মূল্য অনেক বেশি।

প্রতিবছর প্রথমে নববর্ষের পুণ্য তিথিতে বীরভূম জেলার তারাপীঠ পীঠস্থান সহ বিভিন্ন অন্যান্য স্থানে ধুমধাম করে পুজোতে অংশগ্রহণ করেন দূর থেকে আসা পুণ্যার্থীরা। কিন্তু এবছর তারাপীঠ সহ অন্যান্য পীঠস্থান এর চিত্রটা পুণ্যার্থীদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সেবাইতরা ছাড়া এখন মন্দিরে কেউ প্রবেশ করতে পারেন না। মন্দির কমিটি এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে কড়া নির্দেশিকা জারি হয়েছে তারাপীঠ মন্দিরে কোন ভক্ত বা পুণ্যার্থী এখন প্রবেশ করতে পারবে না। তাই মন্দিরের নিত্য সেবা টুকু মাত্র নিয়মমাফিক সেরে ফেলা হচ্ছে সেবাইতদের মাধ্যমে। তারাপীঠ মন্দির কমিটির তরফ এ জানা গেছে, নববর্ষের আগে প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষ নতুন বছরের শুভ কামনায় পুজো দেন তারাপীঠে। এবছর জনমানব শূন্য শ্মশান পুরী যেন তারাপীঠ। তারাপীঠ মন্দিরের বিভিন্ন গেটে ব্যারিকেড এর মাধ্যমে প্রবেশ নিষেধ করার জন্য ঘিরে ফেলা হয়েছে। মন্দির এলাকা সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তা এবং মোড়ে রয়েছে পুলিশের কড়া নজরদারি। অন্যদিকে একইভাবে বীরভূমের নন্দিকেশ্বরী তলা, নলাটেশ্বরী মন্দির, বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রসবণ মন্দির, কঙ্কালীতলা মন্দির সহ বীরভূম জেলার একাধিক পীঠস্থানেও একই চিত্র।

নতুন বছরে হালখাতা পূজা করতে কেউ যেতে পারবেন না মন্দিরে। শুধু তাই নয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে জেলার অন্যান্য শহরকেন্দ্রিক মন্দির গুলিতেও নববর্ষকে কেন্দ্র করে নজরদারি চালানো হচ্ছে জমায়েত বন্ধ করার জন্য। তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এই মন্দিরকে ঘিরে আশেপাশে অঞ্চলের বহু মানুষের রুজিরুটি জড়িয়ে থাকে। ফুল ফল মিষ্টান্ন থেকে পুজোর নানান সামগ্রী নিয়ে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নিজের রুজি রুটি চালাতেন বহু মানুষজন। কিন্তু করোনাভাইরাস এর জেরে লকডাউন থাকায় তাদের ব্যবসা ও বন্ধ হয়ে গেছে। নববর্ষের এই মুহূর্তে প্রতিবছরই আশায় বুক বাঁধছেন এইসব ক্ষুদ্র বিক্রেতারা। মন্দির কমিটির তরফ এ এবং এলাকার মানুষদের সহায়তায় কিছুটা হলেও তারা পাশে দাঁড়িয়েছেন এইসব খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য।

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'করোনাভাইরাসের জেরে দেশজুড়ে লকডাউন চলছে। ভেবেছিলাম লকডাউন নববর্ষের আগে হয়তো খুলতে পারে। কিন্তু দেশের সার্বিক ভাবে যা পরিস্থিতি তাতে এখনই লকডাউন না খোলাটাই স্বাভাবিক। তাই মন্দির কমিটি এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ সিদ্ধান্তে বন্ধ রাখা হয়েছে তারাপীঠ মন্দির পুণ্যার্থীদের জন্য। তবে সেবাইতদের মাধ্যমে মন্দির বন্ধ রেখে মন্দিরের ভেতরে চলছে প্রতিদিনের নিত্য সেবা।'

অসমে মদের দোকান খোলার ইঙ্গিত

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল থেকে মেঘালয়ে খুলে যাবে মদের দোকান। গতকাল থেকে নাগাল্যান্ডে খুলেছে। তবে অসমে এখনও এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও আসন্ন বহাগ বিহু (পয়লা বৈশাখ) উপলক্ষে দিনকয়েকের জন্য খোলার সম্ভাবনা আছে। এ ধরনের এক ইঙ্গিত রাজ্যের আবগারি দফতরের এক সূত্রের কাছে পাওয়া গেছে। তবে কবে থেকে মদের দোকান খোলা হবে তা এখনই নির্দিষ্ট করে জানাতে চায়নি সূত্রটি।

রাজ্যের আবগারি দফতরের শীর্ষ সূত্রটি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, অসমে মদের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা চলছে। বিশেষ করে বহাগ বিহু উপলক্ষে দু-তিনদিনের জন্য নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হতে পারে। যদি অনুমতি দেওয়া হয় তা হলে সামাজিক দূরত্ব-সহ বেশ কিছু বিধিনিষেধ পালন করতে হবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকে।

দিল্লিতে হটস্পটের সংখ্যা বেড়ে ৩৩

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.): করোনায় জেরবার রাজধানী দিল্লি। সেখানে আরও তিনটি এলাকাকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করল প্রশাসন। ইতিমধ্যে ওই তিনটি এলাকাকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে রাজধানীতে হটস্পটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৩।

এদিন যে তিনটি এলাকাকে হটস্পট এর আওতায় আনা হয়েছে। সেগুলি হল দেওলী এক্সটেনশন, এন -৩০ মানসরোবর গার্ডেন ও জাহাঙ্গীরপুরীর সি ব্লকের স্ট্রীট নম্বর ১ থেকে ১০। করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মহরৌলির সবজি মান্ডিকে অস্থায়ীভাবে ডিটিসি বাস টার্মিনালের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনে কেনাকাটা করতে পারে। সেই লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭৫১

জয়পুর, ১২ এপ্রিল (হি. স.): রবিবাসরীয় সকালে রাজস্থানে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫১। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭৫১। রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রতর তরফ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ১৫ জন বন্সারা, ৮ জন বিকানের, একজন চুরু, জয়পুরে ১৫, যোধপুরে ৮, শিখরে এক, হনুমান গড়ে দুই। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গোটা দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩৫৬। এর মধ্যে ৭১৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। ২৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ওডিশায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫৪

ভুবনেশ্বর, ১২ এপ্রিল (হি. স.): ওডিশায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত চার। ফলে সব মিলিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪। শনিবার রাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে এই খবর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে এখনো পর্যন্ত ৩৫৫১ টি লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৪৯৭ টি রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। মারণ এই ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১২ জন। মৃত্যু হয়েছে একজনের।

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা নিয়ে বিরোধী দলনেতাকে নেতিবাচক ভূমিকা থেকে সরে আসার পরামর্শ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজনৈতিক কাদা ছুড়াছুড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যে। করোনা মোকাবিলায় সারা দেশের সাথে রাজ্যেও লকডাউন সহ নানান প্রক্রিয়া কার্যকর করা হয়েছে। আর এনিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সম্প্রতি কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। আর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি।

বিজেপির তরফ থেকে রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সারা দেশের মতোই এ রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী রয়েছে। যারা জনজীবনকে তছনছ করে দিয়ে দেশব্যাপী চলতি সংকটকে আরো কয়েক গুনে বাড়িয়ে দিতে চায়। তারা কার্যকলাপের প্রমাণ করে দিচ্ছে তারা করোনা বিরোধী যুদ্ধে দেশবাসীকে সফল দিতে চায় না।সম্প্রতি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিএম বিভিন্ন সময় বিভ্রান্তিকর বিভিন্ন মন্তব্য করছে। যদিও সংবাদ মাধ্যমে সচেতনতার কারণে অপপ্রচারে তারা সফল হচ্ছে না। যদিও বিষয়গুলি বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের নজর এড়াচ্ছে না। কিন্তু, ভিত্তিহীন, অবান্তর এবং অন্তসাড় শূণ্য হওয়ায় বিজেপি এই বিষয়গুলিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। বিজেপি প্রেস বিবৃতিতে আরও বলেছে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার কিছু নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তার জন্য তাঁকে অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজেপির বক্তব্য, কখনো তিনি লক ডাউনের বিরোধীতা করছেন আবার কখনও এইভাবে করোনা মোকাবিলা করা যাবে না বলেও উল্লেখ করছেন। আবার বিভিন্ন সময় তার দলদাস কিছু কর্মচারীকে দিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টার করছেন ১০,৩২৩ এর আন্দোলন থেকে হাসপাতালে অস্থিরতা সৃষ্টি, সব কিছুই সিপিএম নেতাদের মস্তিস্ক প্রসূত বলে পার্টি মনে করে। বিশ্বের সুনামধন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও জীবতত্ববিদেরা যখন কোভিড ১৯ ভাইরাস মোকাবিলায় এখনও সঠিক কোনও প্রতিষেধক বের করতে পারছেন না, তখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলছেন লকডাউন দিয়ে সমস্যা সমাধান হবে না। তাহলে তার নিশ্চয়ই জানা আছে, কিভাবে এর মোকাবিলা করা যাবে। চীন থেকে তিনি এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে তা রাজ্য ও দেশবাসীকে অবগত করা জনপ্রতিনিধি হিসাবে তার নৈতিক কর্তব্যের মধে পড়ে বলে বিজেপি মনে করে। বিজেপি আরও উল্লেখ করেছে প্রেস বিবৃতিতে, মানিক সরকারের কুড়ি বছরের শাসনকালে ম্যালেরিয়া আর আন্ত্রিকে প্রতি বছর যে পরিমাণ লোক মারা গেছে তা রাজ্যবাসী ভুলে যায়নি। এসমা নিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বিজেপি বলেছে, এসমা প্রয়োগের বিরোধীতা করে দলীয় নেতাদের রক্ষা করার চেষ্টা করছেন তিনি। বিজেপির পরমার্শ বিরোধী দলনেতার উচিৎ নেতিবাচক ভূমিকা থেকে সরে এসে করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়া। অন্যথায় জনগণ তাদের যোগ্য জবাব দেব।

ব্যাঙ্গালুরোতে আটকে পড়া রাজ্যের মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়াল প্রকৃতি ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অমিত রক্ষিতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ব্যাঙ্গালোরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রকৃতি ফাউন্ডেশান। ব্যাঙ্গালোরে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের আটকে পড়া মানুষজনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা এই দুটি রাজ্যের আট শতাধিক মানুষকে খাদ্য সরবরাহ সহ প্রয়োজন বোধে থাকার জায়গাও করে দিয়েছে।

সংস্থার সভাপতি বিশ্বজিৎ দেব জানান, যারা বিভিন্ন কাজে, চিকিৎসার প্রয়োজনে কিংবা পড়াশোনার তাগিদে ব্যাঙ্গালোরে রয়েছে তারা লকডাউন ঘোষণা করায় জটিল সমস্যায় পড়েছে। প্রকৃতি ফাউন্ডেশান ব্যাঙ্গালোর এইসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রীতিমতো সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রকৃতি ফাউন্ডেশানের সভাপতি বিশ্বজিৎ দেব এই কাজে তাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ব্যাঙ্গালোরে আরও কেউ যদি আটকে পড়ে থাকেন তাদেরকে যোগাযোগ করার জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন প্রকৃতি ফাউন্ডেশানের সভাপতি বিশ্বজিৎবাবু।

স্বেচ্ছাসেবী এই সংস্থাটির সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে ত্রিপুরার আটকে পড়া প্রত্যেকেই সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

লেইক চৌমুহনি বাজার উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। লেইক চৌমুহনি বাজার উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে রবিবার এলাকার ১০০টি পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, সয়াবিন, সাবান ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০ হাজার টাকার চেক এলাকার বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। লেইক চৌমুহনি বাজার উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক ভবতোষ পাল জানান, করোনা সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় গরিব অংশের মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাদের অনেকের ঘরেই খাবার নেই। সেজন্যই লেইক চৌমুহনি বাজার উন্নয়ন কমিটি গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা এবং ১০০টি গরিব পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছে। লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানো হলে তারা এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে আবারও শামিল হবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য সামাজিক সংস্থাগুলিকেও এই সঙ্কটময় মুহূর্তে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন লেইক চৌমুহনি বাজার উন্নয়ন কমিটির কর্মকর্তারা।

ফটিকরায়ের বিভিন্ন এলাকায় জুমিয়া পরিবারে খাদ্যের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। লকডাউনের জেরে কাজ বন্ধের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার জুমিয়া পরিবারের ঘরে চলছে অর্ধাহার। তাদের দিকে নজর পরছেনা কারোর। তাতে অসহায় হয়ে পড়ছে জুমিয়া পরিবারগুলি। ৫১ নং ফটিকরায় বিধানসভার শেষ প্রান্ত প্রত্যন্ত উপজাতি গ্রাম ডিএম কলোনির পাশেই রয়েছে ৫২ চণ্ডীপুর বিধানসভার এনসি পাড়া। এই পাড়ায় বেশ কিছু জুমিয়া পরিবারের বসবাস। এই এলাকায়ই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন বানলিয়ানা খাসিয়া। বর্তমানে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে চার জনের পরিবার উনার। জুম চাষই পরিবারটির জীবীকা নির্বাহের একমাত্র পথ, থাকার মতো তাদের ভাগ্যে বিগত আমল বা বর্তমান আমলেও এখনো পর্যন্ত জোটেনি একটি ঘড় পর্যন্ত। জঙ্গল থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে সেই বাঁশের পাতা দিয়ে ছাউনি এবং বাঁশ দিয়ে নিজেদেরই তৈরি করা ঘরে কোনোমতে দিনযাপন করতে হচ্ছে তাদেরকে। এমনকি পরিবারটির ভাগ্যে আজ অবদি জোটেনি একটি রেশন কার্ড পর্যন্ত বলে নিজ প্রতিক্রিয়ায় এমনই জানালেন বানলিয়ানা খাসিয়া। এই পরিস্থিতিতে এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের ত্রাণ পর্যন্তও মেলেনি পরিবারটির। তাই আগামী দিনে নিজের পরিবারের মুখে অন্ন জোগানোর চিন্তায় চিন্তিত বানলিয়ান। চলতি সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে অসহায় পরিবারটির পাশে সরকার ও প্রশাসন না দাঁড়ালে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।

পয়লা বৈশাখ ঃ বটতলা মাছ ও মাংস বাজার দশমীঘাট মাঠে স্থানান্তর হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। পয়লা বৈশাখ বটতলা মাছ ও মাংস বাজার দশমীঘাট মাঠে স্থানান্তর হচ্ছে। বটতলা বাজার মাছ ও মাংস ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। বটতলা মাছ ও মাংস ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তারা জানান, প্রশাসনের নির্দেশেই তারা পয়লা বৈশাখ মাছ ও মাংসের বাজার স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন। উল্লেখ্য, পয়লা বৈশাখ বাঙালিদের অন্যতম উৎসব। এই দিনে প্রত্যেকের বাড়িতে মাছ, মাংস সহ অন্যান্য খাবারের আয়োজন করা হয়। ভোজন রসিক বাঙালিরা মাছ ও মাংসের বাজারে অন্যান্য যে কোন দিনের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ভীড় করেন। ফলে পরিস্থিতি শামাল দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠবে। সরকার ও প্রশাসন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার যে নির্দেশ জারি করেছে সেই নির্দেশ পালন করতে হলে বাজার স্থানান্তর করা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে।

উদয়পুরে মেয়দোত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ এপ্রিল।। লকডাউনের মাঝেই আজ উদয়পুরের খাদ্যদপ্তরের আধিকারিকরা উদয়পুর মহকুমার মাতাবাড়ি, চন্দ্রপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। চন্দ্রপুর কলোনী বাজারের বুলবুল ভৌমিকের স্টেশনারী এবং মুদি মালের দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ চিপস বাজেয়াপ্ত করা হয়। আধিকারিকরা আরো জানান আগামীদিনে এইভাবে মহকুমার অন্যান্য বাজার গুলিতেও অভিযান চালানো হবে এবং দপ্তরের এই অভিযান জারি থাকবে। আধিকারীকদের এই অভিযানে স্থানীয় জনমনও একপ্রকার খুশি বলে জানান।

জম্মু-কাশ্মীরে সেনা জওয়ানের শরীরে পাওয়া গেল করোনা

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল (হি. স.): করোনা আক্রান্ত সেনাবাহিনীর এক জওয়ান। জানা গিয়েছে রবিবার সকালে জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় বসবাসকারী ওই জওয়ানের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২২৫।প্রশাসনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে সাম্বা জেলার চক রামচন্দ এলাকার বাসিন্দা ওই সেনা জওয়ান ১৯ মার্চ থেকে নিজের ঘরে আইসোলেশনে ছিল। রবিবার তার লালারসের পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়। এরপরেই দ্রুত তাকে জে এম সি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই জওয়ানের স্ত্রীয়ের রিপোর্ট এখনো আসা বাকি। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে শনিবার জম্মু-কাশ্মীরে নতুন করে ১৭ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া যায়। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২২৫।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।